বিজ্ঞাপন।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে হেম-নলিনী নাটক, মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক নাটক এবং বীরবালা নাটক এই তিন খানি পুস্তকের গ্রন্থ-স্বত্ব (Copy-right) ক্রয় করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করিলাম। এক্ষণ হইতে এই কএকখানি পুস্তকের টাইটেল পেজে ও কভারে "শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত" ব্যতীত গ্রন্থকারের অন্য কোন স্বত্ব রহিল না।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।
৩০এ ফাল্গুন, ১২৯০ সাল।

গ্রন্থ সম্বন্ধে একটী কথা।

জনৈক বন্ধু আমার বীরবালা গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কএকটী কথা লেখা ছিল, "নির্ব্বোধ! রুচির দিকে চাহিয়া এখন নাটক লিখিতে হয়, এখনকার রুচি, নায়ককে ডনকুইক্‌সটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমোণিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয় কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্ত্তী করা, দুই একটী জজ বা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে নায়ক দ্বারা বা কোন উপায়ে জুতা লাঠি পিস্তল মারা, কিম্বা প্রাণে বধ করা, একটী বাঙ্গালী বালিকা কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে কিছুই নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধ-যুক্ত; আর এক কথা, মাথামুণ্ড তোমার ইতিহাসের প্রতি এত রোখ্ কেন? কল্পনাসূত্রে কি একটী আজ্‌গবি গল্প গাঁথিতে পার না? তাহা হইলে তোমার বহি অপেক্ষাকৃত সমাদৃত হইত, আর তাহা হইলে আমিই উহার সহস্র খণ্ড বিক্রয় করিয়া দিতে পারিতাম, অতএব ভবিষ্যতে আমার কথা রক্ষা করিও।" প্রিয় পাঠক! আমি তাহারই প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই গ্রন্থ খানি লিখিলাম। বন্ধুবর ইহাতেই বুঝিবেন যে, আমি তাঁহার কথা কতদূর রক্ষা করিলাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

ঝাইটঘর, তেওতা।

১৪ই ফাল্গুণ, ১২৮২।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শম্ভুজী	...	...	মহারাষ্ট্রপতি।
কলুষা মিশ্র	...	...	শম্ভুজীর মন্ত্রী।
বন্ধু উপাধ্যায়	...	...	শম্ভুজীর প্রধান সেনাপতি।
সামন্তজী, বালজী, রামজী	...	...	শম্ভুজীর সেনাপতিগণ।
রত্নপতি	...	...	কঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ বণিক।
আরঙ্গ্‌জীব	...	...	দিল্লীর সম্রাট।

দূত, প্রতিহারী, সেনা, বয়স্য, দর্শক, দাস বৈদ্য, বাদ্যকর, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুরমা	...	...	রত্নপতির স্ত্রী।
সরলা	...	...	রত্নপতির কন্যা।
নির্ম্মলা	...	...	সরলার সখী।
সুন্দরী	...	...	সুরমার পরিচারিকা।
শশিকলা	...	...	শম্ভুজীর স্ত্রী।
গুণমণি	...	...	শম্ভুজীর কুট্টিনী।
মতিজান	...	...	আরঙ্গ্‌জীবের দূতী।

মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পার্ব্বতীয় প্রদেশ, কঙ্কণ দেশ।

রত্নপতি বণিকের বাসবাটী।

সরলা ও নির্ম্মলা আসীনা।

নির্ম্মলা। সরলে! তুমি যে আমায় একখানি চিত্র দেখাতে চেয়েছিলে। সেখানি কোথায়?

সরলা। আছে।

নির্ম্ম। কৈ দেখি, কেমন হয়েছে?

সরলা। ভাল হয় নাই।

নির্ম্ম। না হোক্, দেখ্‌তে কিছু ক্ষতি আছে কি?

সরলা। কিছু মাত্র না, তবে ভাল না হলে আর এক জনকে দেখাতে লজ্জা করে।

নির্ম্ম। এই বুঝি!! আমার কাছে আবার তোমার লজ্জা।

সর। তুমি যদি মন্দ হয়েছে বলে উপহাস কর।

নির্ম্ম। আমি কি ভাল ছবি আঁক্‌তে পারি যে তোমায় ঠাট্টা করব?

সর। (বস্ত্র হইতে পট বাহির করিয়া) এই দেখ।

নির্ম্ম। (হাসিয়া) দিব্য ছবিটি হয়েছে।

সর। (অধোমুখে) মিনে অধিক ছিল না, তাই সেড্‌টা মনের মতন করে দিতে পারি নাই।

নির্ম্ম। না, সেড্ বেশী পড়্‌লে চিত্র অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এই বেস্ হয়েছে।

সর। ভাল তুলী ছিল না বলে গোঁফের রেখা গুলিন ও দিতে পারি নাই।

নির্ম্ম। না দিয়েছ নেই নেই, এতেও বেস্ দেখাচ্ছে।

সর। না, ঈষদ্গোঁফের রেখা দিতে পারিলে ছবির মুখ খানি বড় সুন্দর হতো।

নির্ম্ম। তবে আরো কিছুর অভাব আছে (হাস্য)।

সর। কেন?

নির্ম্ম। কর্ণে কুণ্ডল কৈ, পৃষ্ঠে চর্ম্ম কৈ, কটিদেশে অসি কৈ, অধরে সে মধুর হাসি কৈ?

সর। কেন? কুণ্ডল, অসি, হাসি, যে চিত্রে নাই, সে চিত্রে কি চিত্রকরের নৈপুণ্য প্রকাশ হতে পারে না?

নির্ম্ম। (হাস্য) হাঁ, তা পারে, তোমার চিত্র যে মন্দ হয়েছে আমি তা বলি না। কিন্তু যে অঙ্গে যে ভূষণ, তা বিনে সাজ্‌বে কেন? যেন অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে। না?

সর। (সলজ্জে) আমি কি সত্য সত্য কোন লোকের মূর্ত্তি চিত্র করেছি, যে কুণ্ডল ও অসির অভাবে ভাল দেখায় না। তোমার যে আর কথা।

নির্ম্ম। (গম্ভীরভাবে) ভগিনি! আমার মাথা খাও, বল দেখি, ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে এখানি এঁকেছ কি না?

সর। (সভয়ে) তা, আমার কোন লক্ষ্য ছিল না, তবে যদি ঘুণাক্ষরে সাদৃশ্য ঘটে থাকে জানি না।

নির্ম্ম। (হাসিয়া) ঘুণাক্ষরেই হোক্, আর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকুক্, এখানি কিন্তু ঠিক্ বন্ধুর আকৃতি হয়েছে।

সর। (অস্ফুটস্বরে) তা, তা, আমি এখন কি কর্‌ব।

নির্ম্ম। (উচ্চহাস্যে) এ পাপে তোমায় জলে ডুবে মর্‌তে হবে।

সর। (সলজ্জে) আমি ত বলেই ছিলাম তুমি উপহাস কর্‌বে।

নির্ম্ম। সরলে! তুমি সত্য সত্যই সরলা, নামটি তোমার স্বভাবে মাখান, (সরলার গাল টিপে ধরে) তা যা হোক্, তোমার রঙের বাক্সটি আন।

সর। কেন, আবার বাক্স নে কি কর্‌বে।

নির্ম্ম। আমার যা খুসি তাই কর্‌ব, তুলী দাও।

সর। আচ্ছা তবে দিচ্ছি। (গৃহান্তরে গমন)

নির্ম্ম। (স্বগত) কোন্ বিধাতাই বা তোমায় নির্ম্মাণ করে-ছিলেন। ননীর পুতুল সরলা তুমি কার শত যুগ তপস্যার ফল?

সরলার পুনঃ প্রবেশ।

সর। ভাবছ কি দিদি, এই ধর তোমার বাক্স।

নির্ম্ম। (বাক্স খুলিয়া, বর্ণযোজনা ও তুলী ধরিয়া) এই দেখ সরলা, অধর যুগলে এখন হাসির আভা উদয় হলো কি না? এই দেখ অলি কেমন দিব্য শোভিত হলো। আর দেখ কুণ্ডলে কেমন মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করলো।

সর। (ঈষদ্ধাসিয়া) দাও, আর সাজাতে হবে না।

নির্ম্ম। বিচিত্র এ চিত্র সখি দিব না তোমারে।
আরো কিছু আছে বাকী সাজাতে ইহারে।
আনিব সাগর সেঁচি মহারত্ন ধন।
ভাঙ্গিব বিষাদ-দণ্ডে অমরের মন।
মোহন উরসে রঙ্গে দিব পরাইয়া।
হবে মুগ্ধ সুর নর এরূপ হেরিয়া।

সর। (সকৌতুকে) এ যে চিত্র।

নির্ম্ম। আমার সাগর সিঞ্চনও কল্পনামাত্র।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

সর। (ব্যস্তভাবে) কে—এ—।

বঙ্কুর প্রবেশ।

নির্ম্ম। এস বঙ্কু, আজ্ কি মনে করে?

বঙ্কু। অনেক দিন আমি আসি নি, তাই—

নির্ম্ম। (সরলার প্রতি) এই তোমার ছবি নাও, এখন ত সুস্থির হলে।

বঙ্কু। দেখি, এখানি কি?

সর। (সলজ্জে নির্ম্মলার মুখপানে চাহিয়া) ওঁকে তা,—এঁ,—।

বঙ্কু। (সরলার প্রতি) তবে সরলে, তোমার পট খানি কি আমায় দেখ্‌তে দিবে না?

সর। অধোমুখে) তা আমি কি,—এঁ—তা—

নির্ম্ম। (বঙ্কুর প্রতি) তা তুমি যদি মন্দ হয়েছে বলে নিন্দে কর, এই ভয়ে সরলা পট খানি তোমায় দিতে চাচ্ছেন্ না।

বঙ্কু। আমি কখনও মন্দ বল্‌ব না।

নির্ম্ম। (সরলার প্রতি) কি, দিব সরলে?

বন্ধু। জলদাম্বর-শোভিত প্রশস্ত নভঃ সরলার এ গম্ভীর বদনের কাছে হারি মানে। সরলা নিরুত্তর।

সর। (অবনত বদনে ঈষদ্ধাস্য)

বন্ধু। মৌনে সম্মতি লক্ষণ, নির্ম্মলে! দাও, সরলা অসন্তুষ্ট হবেন্ না। (পট গ্রহণ)

সর। আমি যাই।

নির্ম্ম। কোথা যাবে?

সর। বাবা আসবেন্ এখন।

নির্ম্ম। বাবা আস্‌বেন, তায় ভয় কি?

সর। তা নয়, মা হয়ত ডাক্‌ছেন।

বন্ধু। সরলে! আমি কাদের কাছে এয়েছি?

নির্ম্ম। (সরলার হাত ধরে) যাবে কোথায়, দাঁড়াও না একটুকু?

বন্ধু। দিব্য হয়েছে।

নির্ম্ম। ছবিটি যেন চেন চেন বোধ হচ্ছে না বন্ধু?

বন্ধু। (সহাস্যে) কৈ আমিত কিছুই চিন্‌তে পার্‌ছি না, এখানি কার ছবি?

নির্ম্ম। যিনি চিত্র করেছেন তাঁহাকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না, আমি বল্‌ব কি করে। (হাস্য)

বন্ধু। সরলে! এখানি কার মূর্ত্তি?

সর। (সলজ্জে) নির্ম্মলা দিদি! চল যাই।

নির্ম্ম। (সহাস্যে) ইচ্ছা হয় ত যাও। আমায় কেন?

বন্ধু। সরলে! মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর তোমার ছবিটিতে জীব সংস্কার করে দি।

নির্ম্ম। (হাস্য) তা তুমি পার?

সর। (অস্ফুট স্বরে) প্রাণ দান এঁঃ—

রত্নপতির প্রবেশ।

রত্ন। বাবা বন্ধু, কত ক্ষণ?

বন্ধু। এই আস্‌ছি। মহাশয় কোথায় গিয়াছিলেন?

রত্ন। শম্ভুজীর কাছে যেতে হয়েছিল। কিন্তু যে জন্য গিয়াছিলাম তার কিছুই হলো না, বল্লেন, "আবার কাল্ এস।"

বন্ধু। কেন?

রত্ন। তা জানি না; তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই গিয়াছিলাম। ভাল, তুমি এর কি কিছু জান?

বন্ধু। আজ্ঞা না। যাই এখন।

রত্ন। ভাল, আজ্ কাল্ দিল্লীর সম্রাটের অবস্থা কেমন?

বন্ধু। আমাদের সঙ্গে যে বিসম্বাদ, যে মনোবাদ তা এখনও আছে। সম্রাটের সৈন্য-বল অধিক নাই, তবে কি না, যা আছে তা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নয়।

রত্ন। এ সময় শিবজীই যদি থাক্‌তেন—

বন্ধু। আহা! তাঁর মতন কি আর লোক হয়, সাক্ষাৎ রুদ্র অবতার।

রত্ন। শম্ভুজীও বিলক্ষণ বীর পুরুষ।

বন্ধু। মহাশয়! বীর অনেক আছে। কিন্তু বলুন দেখি, কার সিংহনাদ মহারাষ্ট্রে ধ্বনিত হইয়া এবং পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া দিল্লীশ্বরকে কম্পিত করিত। কার জীবন্ত উৎসাহ বাক্যে, বিকলাঙ্গও বাহুস্ফোঠ করিয়া রণরঙ্গে নাচিতে থাকিত। কে ক্ষুদ্র সংখ্যক দস্যু দলপতি হইতে প্রতাপান্বিত সম্রাট হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিতে পারে? আপান অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল

জানেন না, তাতেই এ কথা বলেন। আহা! শিবজী কি মনুষ্যই ছিলেন?

রত্ন। বন্ধু বসো, তোমার কথায়ও আমায় শরীর জুড়ায়। তোমার কথাগুলিন অমৃতময়।

বন্ধু। আবার কাল্ আস্‌ব, বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র যেতে হচ্ছে।

রত্ন। আচ্ছা, তবে আজ এস

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শম্ভুজীর প্রমোদ উদ্যান।

শম্ভু, কলুষ ও দুই জন বয়স্য আসীন।

শম্ভু। কলুষ! তোমার কথা মত রত্নপতি বণিক্‌কে ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ হল, মুখ্ ফুটে কিছুই বল্‌তে পারিলাম না।

কলু। মহারাজ! লজ্জাতেই আপনি সকল নষ্ট কল্লেন্। তেমন রত্ন কি লজ্জায় ত্যাগ কর্ত্তে হয়?

প্র, ব। আপনি বল্‌তে না পারেন, আমিই না হয় বল্‌ব।

শম্ভু। বলাও তত দূর লজ্জার কারণ নয়, সকল কাজেই দেশ, কাল, পাত্রের বিবেচনা সকলে করে থাকে। আমার বয়েস অধিক হয়েছে; তায় আবার শারীরিক সৌন্দর্য্যও নাই।

দ্বি, ব। এ কি কথা বলেন মহারাজ! আপনার বয়েস আর

কত হয়েছে। তবে কি না সর্ব্বদা রাজকার্য্য চিন্তার জন্য এমন হয়ে গেছে, বয়েস ত আর আমরা না জানি এমন নয়?

প্র, ব। কেন? মহারাজের দিব্য শরীর, সৌন্দর্য্যেরই বা কম কি, সাক্ষাৎ কার্ত্তিক।

শম্ভু। যা হউক কলুষ! আমাকে কোন প্রকারে এক দিন তাকে দেখাতে পার?

কলুষ। এক দিন কেন, চিরদিন দেখাইব।

শম্ভু। শুনেছি অমন সুন্দরী না কি এ রাজ্যে নাই।

কলুষ। মহারাজ! সে কথায় আর কাজ কি, এমন মোহিনী মূর্ত্তি আমি আর কোথাও দেখি নাই। আহা, মুখখানি যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম, লোকে বলে হরিণ-নয়ন বড় সুন্দর, কিন্তু সরলার নয়ন তা অপেক্ষায় যে কত সুন্দর বলিতে পারি না। মহারাজ! সে রূপরাশি চক্ষে ধরে না, সে রূপরাশির তুলনা কোথায়? সরলাই রত্নপতির অমূল্য রত্ন, এ রত্ন যাঁর ভাগ্যে ঘট্‌বে, তাঁর আর সুখের পরিসীমা কি? মহারাজ! এ ধন আপনারই ভোগ্য। মহারাজ! মেঘবিনিন্দিত কুন্তল-জাল যখন সরলার পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া থাকে, তখন যেন রূপের আভা মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত আরো সহস্র গুণে বৃদ্ধি হয়।

শম্ভু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) কলুষ, বহুভাগ্যের কথা।

কলুষ। মহারাজ! আপনার ভাগ্যের ন্যায় ভাগ্যই বা কার, আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, আপনি এই অসংখ্য বীর-জীবনের একেশ্বর, দিল্লীশ্বর যাঁর ভয়ে কম্পিত। শিবের অভয় ত্রিশূল যাঁর রক্ষক।

শম্ভু। যা বলিলে সত্য, কিন্তু সরলার মন কি এতে ভুলিবে?

কলুষ। মহারাজ! রত্নপতিকে সম্মত করিতে পারিলেই

সকল মিটিবে। পিতার অনিচ্ছায় আর কিছু সে অন্য মত হতে পার্ব্বে না। বিশেষ আমিও তার স্বভাব বেস্ জানি, সে বড় লজ্জা-শীলা, আর মহারাজ, রাজ্যেশ্বরী হবে, অতুল ঐশ্বর্য্যের কর্ত্রী হবে, এতেও কি আর অনিচ্ছা হতে পারে? মহারাজ! অর্থলোভে, সতীর সতীত্ব নাশ হতে পারে, অনায়াসে লোকে সিংহের মুখে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে, অগাধ জলে ডুবিয়া মরিতে পারে, সরলা কি অর্থলোভে সুখের অতুল সাগরেও ডুবিবে না?

প্র, ব। অবশ্য।

দ্বিতীয়। ভাই, স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস কি?

কলুষ। কেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ইত্যাদি কেমন ছিলেন। সাবিত্রী দেখ, মৃত পতির সঙ্গিনী হলেন, তবু ত তাঁর বিয়েই হয়েছিল না।

দ্বিতীয়। ভাই, আমিও তাই বল্‌ছি, কি জানি সরলা যদি কোন যুবককে ভালবেসে থাকেন?

কলুষ। বাসুন, ক্ষতি কি, বিয়ে ত আর হয় নাই, পিতা যাঁরে পাণি দান কর্ব্বেন, তিনিই লয়ে যাবেন।

শম্ভু। তা হলেই বা আমার পক্ষে কি অনুকূল হল, তাঁর পিতা যদি অসম্মত হন, তবেই সকল আশায় নৈরাশ হতে হবে।

কলুষ। মহারাজ! এ কলুষা থাক্‌তে আপনাকে নৈরাশ হতে হবে না, মহারাজ যাতে সরলা আপনার হয় তাই কর্‌বো।

এক জন প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! প্রণাম হই।

শম্ভু। কি সম্বাদ, দিল্লীশ্বরের কোন দূত এসেছে বল্‌তে পার?

প্রতি। আজ্ঞা, সেনাপতি বঙ্কু মহারাজের অপেক্ষা কচ্ছেন।

শম্ভু। তিনি কোথায়।

প্রতি। তিনি আমার সঙ্গেই এসেছেন। দ্বারে অপেক্ষা কচ্ছেন।

কলুষ। (করযোড়ে) মহারাজ! বন্ধু বড় লোক ভাল নন্। আমার একটী নিবেদন—

শম্ভু। (সহাস্যে) কি, কলুষ?

কলুষ। মহারাজ! আগে এ সকল তৈজস পান-পাত্র ও সুরা ইত্যাদি স্থানান্তর করুন।

প্রতি। মহারাজ! এ কথা কিছু অন্যায় নহে। বন্ধুর মতি গতি বড় ভাল নয়।

শম্ভু। বন্ধু, আমার সন্তানের অধিক প্রিয়তম, সে যে আমাদের মত নয়, তাতেই আমার সন্তোষ, বন্ধুই আমার বিপদের বন্ধু, বন্ধু আমায় পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন, ওঁতে আমার কিছুই অগোচর নাই।

সৈনিকবেশে বন্ধুর প্রবেশ।

শম্ভু। বন্ধু এস।

বন্ধু। (প্রণাম করিয়া) মহারাজ! আমাদের আর এরূপ চুপ্ করে থাকা এ সময়ে উচিত বোধ হয় না, দিল্লীশ্বর আপাততঃ সন্ধি কর্‌তে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু মহারাজ! যবনের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই।

শম্ভু। আপাততঃ সন্ধি করা বড় অসঙ্গত বলিয়া বোধ হচ্ছে না।

বন্ধু। মহারাজ! আরঙ্গজীব আমাদের চিরশক্র, সে ছলে বলে কৌশলে যাতে পারে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে ক্রুটী কর্‌বে না, আপনি যাই বলুন, এ সময় সন্ধি করা সঙ্গত নহে, আর সে মহা-

বিশ্বাসঘাতক। তার কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে। যে পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চ, দেবতা হইতেও শ্রদ্ধাস্পদ তাঁকে যে অনায়াসে কারাগারে যম-যাতনা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টে আবদ্ধ করে রেখেছে, যে আপনার স্নেহাস্পদ প্রিয় পুত্রের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না, তাকে আবার বিশ্বাস কি, এবং তার সঙ্গে সন্ধি করেই কি নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে? মহারাজ বলুন দেখি, যে সামান্য রাজ্য-লোভে পিতার এরূপ দুর্গতি করিতে পারে, সে যে সন্ধির বন্ধন ছিন্ন করিবে না, তা কে বলিতে পারে? আমার ইচ্ছা হয় এখনই যুদ্ধ করিয়া দিল্লীরাজ্য ছার্‌খার করিয়া ফেলি, মহাপাপ আরঙ্গজীব্‌কে তুষানলে দগ্ধ করি, এবং যবন-শোণিতের স্রোত-প্রবাহে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি।

শম্ভু। বন্ধু তুমি ধন্য।

বন্ধু। মহারাজ, এখন যা হয়, এ বিষয়ের একটা মীমাংসা শীঘ্রই করে ফেলা উচিত। আর এরূপ বসিয়া থাকা পরামর্শ সিদ্ধ নহে।

শম্ভু। এ বিষয়টী বড় গুরুতর, যা হোক্, আগামী পরশ্ব এ বিষয় পরামর্শ করে নির্দ্ধারণ করা যাবে।

বন্ধু। মহারাজ! আজ কাল করে পরামর্শও হচ্ছে না, এদিকে আমি মহাচিন্তায় পড়েছি, কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না, সকল বিষয়েই পূর্ব্বসাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

দুই জন কিঙ্কর ও এক জন গায়কীর প্রবেশ।

বন্ধু। (ব্যস্তভাবে) এঁরা কে? একি!!!

কলুষ। ইনি এক জন বিখ্যাত বাই।

বন্ধু। (স্বগত) এই উপযুক্ত আমোদের সময় বটে, কি সর্ব্বনাশ।

শম্ভু। বন্ধু আমার বিবেচনায়ও তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহাই করা কর্ত্তব্য, তবে এ বিষয় পরশ্ব বিবেচনা করা যাবে।

বন্ধু। (দাঁড়াইয়া ও নমস্কার করিয়া) মহারাজ! তবে আমি আসি।

শম্ভু। হুঁঃ।

বন্ধু। (স্বগত) এত দিনেই মহারাষ্ট্র-কুল নির্ম্মূল হইল, হায়, কয়েক বেটা মূর্খ অর্ব্বাচীন জুটে মহারাজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েছে, আহা, যে কলঙ্ক এ কুলে ছিল না, তাহাও ঘটিল। কি মহারাষ্ট্র-কুল-তিলক স্বধর্ম্ম-বিগর্হিত মহাপাপে নিমগ্ন হইয়া যবন-বারবনিতা লইয়া একাসনে আমোদ প্রমোদ করিবে? কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কি শোচনীয় ব্যাপার!! এখন যবনকলঙ্কিনী প্রতারক আরঙ্গজীবের দূতী না হইলে রক্ষা।

[প্রস্থান।

কলুষ। বাই সাহেব বসো না।

বাই। (দুই তিন সেলাম সহকারে সম্ভ্রম পূর্ব্বক উপবেশন)

শম্ভু। বাইজী, তোমার নাম কি?

বাই। (বিনীতভাবে) মহারাজ! আমার নাম, "মতিজান"।

কলুষ। বাহবা, যেমন নাম তেম্নি রূপ।

শম্ভু। বাড়ী কোথায় তোমার মতিজান্?

মতি। পূর্ব্বে কাশ্মীরে ছিল, পরে দিল্লীতে, এখন মহারাজের এখানে।

শম্ভু। দিল্লী ত্যাগ করিলে কেন?

মতি। তার অনেক কথা আছে, তবে শুনুন্। আমার মাকে সাজাহন বাদসা আনেন, তাঁরি ঔরসে আমার জন্ম। বাল্যকাল থেকে, আরঙ্গজীব আমায় ভাল বাস্‌তেন, আমিও অবশ্য এত দিন

তাঁর আশ্রয়েই ছিলাম, এখন তিনি আর পূর্ব্বের মত আমায় দেখেন না, সে দিন সামান্য অপরাধে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে লয়ে দেশ হতে দূর করে দিয়াছেন তাই মহারাজের আশ্রয়ে এসেছি। (ক্রন্দন)

প্র, ব। আহা! এর বড় দুঃখ হয়েছে।

দ্বি, ব। অহঃ আর কেঁদো না, মহারাজ অবশ্য তোমায় আশ্রয় দিবেন।

শম্ভু। আচ্ছা, বেস মতিজান্ তোমার কিসের দুঃখ, তুমি আমার কাছে থাক, কেবল যেদিন ইচ্ছা হবে দুটী একটী গান্ শুনব মাত্র। আর মাসিক দু'শত টাকা তন্‌খা পাইবে।

মতি। (সেলাম করিয়া স্বগত) তোমার যম নিকটবর্ত্তী, এই অলক্ষ্মী তোমার সংসারে প্রবিষ্ট হল, এ শরীরে কত রাজ্য ছার খার কল্লেম্, ধন্য আমি, ধন্য আমার ছলনা,। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! পৃথিবীর পতি হউন।

শম্ভু। (কিঙ্করের প্রতি) মতিজান্‌কে রঙ্গ মহাল হাভেলিতে আজ বাসা দাও, পশ্চাৎ বিশেষ বন্দোবস্ত হবে।

কিঙ্কর। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[মহারাষ্ট্রপতির গাত্রোত্থান ও ক্রমে সকলের প্রস্থান।

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

রত্নপতির বাটীর অন্তঃপুর।

সুরমা ও সরলা আসীনা।

সুরমা। মা সরলে, তোমার হাতে এখানি কি?

সরলা। (সলজ্জে) না, মা, কিছু না।

সুর। কেন মা, আমায় বল্‌বে না কেন? দেখি কাগজ খানি।

সর। এখানি দেখে আপনি কি কর্‌বেন?

সুর। কি লেখা আছে, তাই দেখ্‌ব মা।

সর। আর কিছু নয় মা, আমি কয় পঙ্‌ক্তি কবিতা লিখেছি তাই।

সুর। (হাসিয়া) মা, তুমি কি কবিতা লিখ্‌তে শিখেছ? পড় দেখি, শুনি।

সর। (সলজ্জে) তবে এই কাগজ দিলেম শীঘ্র দেখে দিন্।

সুর। (কাগজগ্রহণ) আমি আবার ভাল করে পড়্‌তে পারি না, মা তুমিই পড় আমি শুনি।

সর। না মা, আপ্‌নি পড়ুন।

সুর। (পাঠ)

সুধাভরা বন্ধু নামে লোলুপ সকলে।
মধুপের কুল যথা রসাল-মুকুলে॥
সরলে সুজন বন্ধু লোকে বলে মিলে।
সরলে সুজন বন্ধু মিলে কি না মিলে॥
সরল বিমল জ্ঞানে বন্ধু-সুধা-হ্রদে।
ডুবিল সরলা শিব রেখ তারে পদে॥

বন্ধুর প্রবেশ।

সুর। এই যে বন্ধু আস্‌ছেন।

সর। মা, আমার কাগজখানি দিন্।

সুর। মা, সুন্দর কবিতাটী লিখেছিস্ ত।

বন্ধু। (সহাস্যে) কিসের কবিতা?

সুর। বন্ধু এসেছ, বাবা এসেছ এস, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি, এখানে এস, বসো, ছেলেবেলা সর্ব্বদাই এখানে থাক্‌তে, আমার সরলাকে লয়ে দুটী ভাই বোনের মত খেলা করিতে, সে সকল কথা কি মনে আছে বন্ধু?

বন্ধু। আমার সকলই মনে আছে, আপনি আমায় সন্তানের অধিক স্নেহ কর্ত্তেন এখনও করে থাকেন, সরলাকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম সেই সকল কারণে, কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও এক একবার আসিয়া থাকি।

সুর। সরল, তুই তোর বন্ধু দাদাকে লয়ে দুটো কথা বার্ত্তা বল্ আমি যাই, কতকগুলিন্ কাজ সার্ত্তে হবে, কর্ত্তাও বোধ হয় শীঘ্রই আস্‌ছেন।

সর। (মৃদুভাবে) আচ্ছা মা, তবে বাবা কি এখনই আস্‌বেন?

সুর। তার ঠিক কি মা, তিনি রাজসভায় গিয়াছেন, (বন্ধুর

প্রতি) বন্ধু, দেখ দেখি বাবা, আমার সরল এ কবিতাটী লিখেছেন; (কাগজ প্রদান) আমি তবে এখন আসি।

[প্রস্থান।

বন্ধু। (হাসিয়া) দিব্য কবিতাটী হয়েছে সরলে।

সর। (হেঁটমুখে) আমি কি ভাল কবিতা লিখিতে পারি।

বন্ধু। বেস্ পার, সরলে, চিন্তা কি "সরলে সুজন বন্ধু অবশ্যই মিলিবে"।

সর। (ঈষদ্ধাস্যে) এঁ, আমি কি তা লিখেছি, যে,—(পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িতে খুঁড়িতে)

বন্ধু। আমি তবে যাই, তোমার পিতা এখনও এলেন না।

সর। বোধ হয়, আর এক দণ্ড কষ্ট স্বীকার কর্‌লেই বাবার দেখা পাবে। এক দণ্ড কালও কি আর থাকৃতে পার না ?

বন্ধু। আমি থাকৃলে তোমার যদি কোন অসুখ না হয়, এক দণ্ড কেন এক প্রহরও থাকৃতে পারি।

সর। আমি আবার অসুখী হব কেন? কত দিনের পর এসেছ, বিশেষ ছেলেবেলায় দু'জনে কত খেলেছি, তাই কি তোমায় দেখে অসুখ জন্মাবে।

বন্ধু। এঁ সরলে! তবে, এখন কি আর আমায় তেমন ভাল বাস না ?

সর। (লজ্জায় অধোবদন) বাস্‌ব না কেন ?

বন্ধু। সরলে! আমি এখানে কেবল তোমাকে দেখিবার জন্যই এসে থাকি।

সর। (লজ্জা-নম্রমুখে) ইঃ! আমার জন্যে ?

বন্ধু। হাঁ সরলা, আমি কি তোমার মত নিষ্ঠুর ?

সর। আমিই বা নিষ্ঠুরা কিসে ?

বন্ধু। সরল, যদি তোমার মনের কথা আমার কাছে গোনপ না কর, তবে আমিও তোমার নিকট কতকগুলি কথা বল্‌বো মনে করেছি।

সর। কি কথা বল না ?

বন্ধু। তবে কাছে এস—

সর। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) বল।

বন্ধু। সরলে, আমার জীবনের প্রতিক্ষণে এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রতি আমার স্নেহ-সূত্র ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হচ্ছে, এত দিন চুপ্ করে ছিলাম, এখন আর এ কথা মুখস্ফুট না করে থাকৃতে পারি না, তাই বলি সরলে, তুমিই আমার জীবনের লক্ষ্য, প্রিয়তমে! তোমাকে আমি কখনই ভুলিতে পারি না, তোমার মোহিনী মূর্ত্তি বাল্য-লীলা, এখনকার সলজ্জ ভাব, এবং যদি আমার প্রতি তোমার আমারই মত স্নেহ সঞ্চারিত হয়ে থাকে, এবং সুখ সম্মিলন ভাগ্য বশতঃ সংঘটন হয়, এই সকল গত এবং ভাবী সুখ অনুধ্যান করিতে করিতে কি এক অনির্ব্বচনীয় বিমল শান্তি এবং সুখ অনুভব করি তাহা বল্‌তে পারি না, সরলে, আর অধিক কি বল্‌ব।

সর। তুমি এখন আর সর্ব্বদা এস না, তোমাকে না দেখে সুস্থির থাকৃতে পারি না, তাই একখানি ছবি পর্য্যন্ত চিত্র করে রেখেছি, সর্ব্বদাই দেখি।

বন্ধু। প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, এরা কিছুরই আবদ্ধ নহে, প্রিয়তম, বল ত আমি শত কার্য্য ফেলে, তোমায় প্রতিদিনই একবার করে দেখা দিব, আর সরলে, তুমি আমার মূর্ত্তি পটে চিত্রিত করেছ, কিন্তু তোমার মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়-পটে বহুকাল অঙ্কিত রহিয়াছে, তোমার অঙ্কিত চিত্র, জল কর্দ্দমে নষ্ট হইতে

পারে, কিন্তু আমার জীবন থাকিতে তোমার ছবি আমার হৃদয়-ফলক হইতে কখনই অপনীত হইবার নহে।

সর। কবিতাটী আমি তোমায় দিলাম।

বন্ধু। সরলে, প্রত্যুপকার কি করিব, আমার কি সাধ্য, তবে, আমার জীবন কাব্যখানি, তোমায় সাদরে উপহার দিলাম, এ মহাকাব্যের ভাব পুঞ্জে, ক্রমে তোমার রচনাশক্তির পুষ্টি সাধন করিতে পারিবে।

সর। (সহাস্যে) এত অনুগ্রহ, কি সম্ভবে।

বন্ধু। সরলে, তুমি বালিকা।

নির্ম্মলার প্রবেশ।

নির্ম্ম। চুম্বক ও লৌহ থাকিলেই তার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, বন্ধু কত ক্ষণ?

বন্ধু। এই কিছু ক্ষণ হল, তোমার প্রিয়সখী সরলার সঙ্গে দুটো কথা বার্ত্তা বল্‌ছি।

নির্ম্ম। হাঁ বল, তোমার আগমন সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়।

বন্ধু। আমি তবে এখন আসি, সরলে! তোমার পিতা ত এখনও এলেন্ না?

সর। আর কিছু কাল কি অপেক্ষা কর্‌তে পার না?

বন্ধু। পারি, কিন্তু, তাঁর সঙ্গে কেবল সাক্ষাৎ মাত্র হওয়া আবশ্যক, আর কিছু বিশেষ প্রয়োজন নাই।

সর। তবে কাল্ এস।

নির্ম্ম। (সহাস্যে) সখি, তোমার অনুগ্রহে ইনি নিত্যই আস্‌তে পারেন?

সর। (সলজ্জে) ছি, নির্ম্মলা, তুমি যেন কেমন।

বন্ধু। তবে অদ্যকার জন্য বিদায়।

নির্ম্ম। মুনিব, বিদায় দিতে প্রস্তুত নহেন।

বন্ধু। (সহাস্যে) তবে উপায়, সরলে, তবে চল্লেম, (সরলা ও বন্ধুর পরস্পর দৃষ্টি)

[বন্ধুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানে লতা-মণ্ডপ।

শম্ভুজী, কলুষা ও দুই জন রক্ষক আসীন।

শম্ভু। কৈ, রত্নপতি ত সম্মত নহেন?

কলু। তিনি কি বলেছেন?

শম্ভু। আর কি বল্‌বেন; বল্লেন, আমি অর্থের ভিখারী নই, আমার এক মাত্র সন্তান সরলা, তার ইচ্ছামত যেখানে সে সুখে থাকে, সেখানেই তাঁকে দিব।

কলু। বল্লেন্ না যে, রাজরাণী হবে এর সমান্ কি আর ভাগ্য আছে।

শম্ভু। অনেক বলেছি।

কলু। ভাল, রত্নপতি সম্মত না হউন ক্ষতি কি, আপনাদের পৈত্রিক কাজ ত আছেই তাই কেন করুন্ না?

শম্ভু। কি।

কলু। কেন, আরঙ্গজীবের ভগিনী, রুশিনারার প্রেমে মত্ত হয়ে স্বর্গীয় মহারাজ কি করেছিলেন?

শম্ভু। তিনি ত আর পূর্ব্বে প্রেম-মত্ত হয়েছিলেন্ না, তবে শেষে তাঁর সদ্ব্যবহারে বাদসাহ-ভগিনী অনুগত হয়েছিলেন।

কলু। মহারাজ! চেষ্টায় কি না হইতে পারে, যে স্ত্রীলোকই হউন না কেন, দুদিন এক সঙ্গে থাক্‌লে ইচ্ছাধীন করে নিতে পারা যায়, আপনি চিন্তা কর্‌বেন না।

শম্ভু। আর কি সরলার আশা আছে?

কলু। আর কি, সরলাকে বলপূর্ব্বক এনে অবরুদ্ধ রাখুন, আর সর্ব্বদা তার নিকট গিয়া, নানা প্রকার শিষ্টাচার ও প্রলোভন দেখাবেন, তবেই স্বকার্য্য সাধন করে নিতে পার্‌বেন, মহারাজ! এ কৌশলের আবিষ্কারও আপনার পিতাই করেন্।

শম্ভু। (চিন্তা করিয়া) সামান্য স্ত্রীর লোভে কি অযশঃ ঘোষণা হবে পড়্‌বে?

কলু। মহারাজ! এতে অযশঃ হয় না, বরং এটী একটী যশের কার্য্য বল্‌তে হবে, দেখুন, যদুপতি শিশুপালের দুরবস্থা করে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। লঙ্কাপতি মন্দোদরীকে অনায়াসে আত্মসাৎ করেছিলেন, আবার সীতাকেও হরণ করেছিলেন্, আর শুনেন্ নাই কি এক জন ফরাসী ভ্রমণকারী যে এক দিন কোথাকার ট্র্রয়ের যুদ্ধের কথা বর্ণন করেছিলেন? মহারাজ! যেখানে বাহুবল, বুদ্ধিবল, বাহাদুরী আছে সেই খানে এ সকল কাজও হয়ে থাকে, তার জন্য আর ভয় কি।

শম্ভু। এ যুক্তি তবে বড় মন্দ নয়, (একজন রক্ষকের প্রতি) যাও ত শীঘ্র বন্ধুকে এখানে নিয়ে এস। এ কাজ বন্ধুর দ্বারা অনায়াসে হতে পার্ব্বে, কেমন কলুষ?

কলু। (বিকৃত বদনে) বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।

শম্ভু। কেন বল দেখি?

কলু। আজ্ঞা না, এ সকল কাজ বন্ধুর মত মোটা বুদ্ধি লোকের দ্বারা হতে পারে না।

শম্ভু। ওঃ না, বন্ধু যদিও বালক তার মত সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ লোক পাওয়া ভার, তাঁর দ্বারাই আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হবে।

কলু। এই যে বন্ধু আস্‌ছেন?

বন্ধুর প্রবেশ।

শম্ভু। বন্ধু এস, তোমার সহিত আজ্ অনেকগুলিন কথা বার্ত্তা আছে তুমি আমার সকল ভরসা, তুমিই আমার আশ্রয় স্থল।

বন্ধু। মহারাজ! কি পরামর্শ? আপনার উপকার সাধন জন্য যদি প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে হয় তাতেও প্রস্তুত আছি।

শম্ভু। তুমি ধন্য, বন্ধু আমার একটী কথা তোমাকে রাখিতে হবে।

বন্ধু। পাপ সংস্পৃষ্ট কার্য্য ব্যতীত যাহা বলিবেন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

শম্ভু। না বাপু এত কিছু মাত্র পাপের কথা নয়, তবে কি না।

বন্ধু। অবশ্য, আমাকর্ত্তৃক আপনার উপকার হইবে, কথাটী কি বলুন।

শম্ভু। কথাটী আপাততঃ তোমার কাছে বড় ভাল লাগিবে না, কথাটী কি, রত্নপতি বণিকের অবিবাহিতা একটী সুন্দরী কন্যা আছে, তাঁর জন্য আমার মন নিতান্তই বিচলিত হয়েছে, তাঁর পিতাকেও এ কথা বলা হয়েছে।

বন্ধু। (চিন্তা করিয়া) তিনি সম্মত আছেন?

শম্ভু। না।

বন্ধু। তাঁর কন্যা সম্মত আছেন কি না?

শম্ভু। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রীর সম্মতি কে চায়।

বন্ধু। মহারাজ! বণিক-কন্যা বালিকা নহেন, তাঁর সম্মতির সম্পূর্ণ আবশ্যক।

শম্ভু। সে সকল কথা দূর হউক, আমি যা বলি তোমাকে তাই কর্ত্তে হবে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা-জনক হবে।

বন্ধু। কি?

শম্ভু। বণিক-কন্যাকে ছলনা ক্রমে আমাকে এনে দিতে হবে।

বন্ধু। কি! এ যে, চোরের কার্য্য, মহাপাতক!

শম্ভু। না হয় বল প্রয়োগ করে লয়ে এস?

বন্ধু। (উগ্রভাবে) মহারাজ! এ কি কথা বলেন, এ কি মহারাষ্ট্রীয়দের উপযুক্ত কার্য্য? এ যে তস্কর,দস্যুর কাজ,মহারাজ! আমি এখনি গিয়া আরঙ্গজীবের শিরচ্ছেদ করিতে সাহস করিতে পারি, বিংশতি লক্ষ বিপক্ষ সেনার সহিত সাহস সহকারে একাকী অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি, উন্মত্ত সহস্র হস্তীর সঙ্গে, ভীমপরাক্রম শত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখনই প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমি এ মহাপাপে নিমগ্ন হইয়া, মহারাষ্ট্র-কুলকলঙ্কিত করিতে পারিব না। হায়! কোথায়, আমরা সতীর সতীত্ব রক্ষা, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রক্ষা করিব, না রক্ষক হইয়া এখন মহাবিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তাহারই ভক্ষক হইব। মহারাজ! আপনার পায় ধরি,এ আশয় পরিত্যাগ করুন, এ পাপভার পৃথিবী সহ্য করিবেন না। এ মহাপাপভারে মহারাষ্ট্র-কুল সমূলে রসাতলগামী হইবে। মহারাজ! ক্ষান্ত হউন।

শম্ভু। (সক্রোধে) তবে কি, আমার কথা তুমি উপেক্ষা করিলে?

বন্ধু। মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এরূপ গর্হিত

কাজে স্বভাবতই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকি, এবং সাধ্যানুসারে এরূপ গর্হিত কার্য্যের বাধাও জন্মাইয়া থাকি।

শম্ভু। বন্ধু, আমার আদেশ পালন কল্লে তোমার পাপ হবে না।

বন্ধু। মহারাজ! আমায় ক্ষমা করুন।

শম্ভু। তবে তোমা কর্ত্তৃক আমার এ কার্য্যোদ্ধার হবে না?

বন্ধু। মহারাজ! অন্য আদেশ শিরোধার্য্য করে প্রাণ পরিত্যাগ পর্য্যন্তও কর্ত্তে স্বীকার আছি। কিন্তু এ কাজ আমা কর্ত্তৃক কখনই হবে না, বরং যাহাতে বণিক-দুহিতা আপনার প্রস্তাবে সম্মত হন, আমি তার চেষ্টা করিতে পারি।

শম্ভু। আচ্ছা, তবে এখন এস।

[বন্ধুর প্রস্থান।

কলুষ। মহারাজ! পূর্ব্বেই বলেছি বন্ধু দ্বারা একাজ হতে পার্ব্বে না, আর মহারাজ! বল্‌তে কি বন্ধু আপনার শত্রু, এ সূত্র পাইলেই আপনার অনিষ্ট কর্‌বে।

শম্ভু। কথা বড় মিথ্যা নয়, ওর ভাবগতিক বড় ভাল দেখ্‌লাম না, আমার সামান্য কথাটী রাখ্‌লে না।

কলুষ। মহারাজ! আপ্‌নি দুধ দে সাপ পুষেছেন। একে এ কথাটা জানিয়েও কার্য্য নষ্ট করিবার উপক্রম করেছেন।

শম্ভু। তাই ত হে কাজও হলো না, অভিসন্ধিও প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল।

কলুষ। মহারাজ! এক উপায় আছে।

শম্ভু। কি উপায়?

কলুষ। আপনি যাই মনে করুন, আপনি যখন আমার প্রভু আমি অবশ্যই সুপরামর্শ দেব, আমার পুত্র বা ভাই কোন দোষ

করিলেও আমি তাদিগে উচিত দণ্ড দিতে পরামর্শ না দিয়ে ক্ষান্ত থাক্‌তে পাত্তেম না।

শম্ভু। কি?

কলুষ। মহারাজ! বন্ধুকে এখনও জান্‌তে পাল্লেন না? এ যে আপনার পরম শত্রু, এ যে কার্য্য সাধনে বিঘ্ন জন্মাবে, তার কি আর সন্দেহ আছে, বেটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজ! আপনার সামান্য কথাটা রক্ষা কল্লে না। আর মহারাজ দেখেছেন, বেটা কেমন মুখভঙ্গী করে আপনাকে ধিক্কার দিলে, আমার ইচ্ছা ছিল, যে পাষণ্ড বেটাকে তখনি এক চপেটাঘাত প্রদান করি। কিন্তু সাহস করে উঠ্‌তে পাল্লেম না, কি জানি, বেটার যুদ্ধের সাজ পরা ছিল পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা ছিল, যদি তখনি আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করে।

শম্ভু। উঃ তা ও কি পারে।

কলুষ। মহারাজ! বল্‌তে কি, বন্ধু যে আপনার শত্রু তা অনেক দিম টের পেয়েছি, তবে কি না আপ্‌নি ওকে পুত্রের অধিক স্নেহ করেন তাই কিছু বলি নাই।

শম্ভু। সে কি হে?

কলুষ। মহারাজ, বন্ধু সন্ধি কর্ত্তে সম্মত নহে কেন? গোপনে গোপনে মোগলদের সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ কচ্ছে, যুদ্ধ উপস্থিত করেই সর্ব্বনাশ ঘটাবে।

শম্ভু। তুমি কি করে এ কথা জান্‌লে?

কলুষ। মহারাজ! চাণক্যের মন্ত্রণার যশ গুণ এখনও লোকে গান করে কেন? তিনি যেরূপ উপায় অবলম্বন করে সকল কাজের সুবিধা করিতে পারিতেন, আমিও অনেক সময় সেই রূপ উপায় অবলম্বন করে থাকি, মহারাজ! আমার নিজের কতকগুলিন গুপ্ত চর

আছে তাহারা এমন অবস্থায় থাকে, যে যেখানে যে ব্যক্তি যে কাজ করে অমনি তারা জান্‌তে পারে।

শম্ভু। কলুষ তুমি ধন্য, তুমি আমার যে বিশ্বাসী, এবং প্রাণ-পণে উপকার কত্তে প্রস্তুত আছ, এরূপ নিঃস্বার্থ ভক্তিমান সচিব মেলা ভার, জগদীশ্বর তোমার ভাল করুন।

কলুষ। মহারাজ! আমার পরামর্শ আপনি গ্রহণ কল্লে, নির্ব্বিবাদে সুখে সরলা-রত্ন লাভ করে জীবন কাটাতে পার্ব্বেন। (স্বগত) বন্ধু বেটার বিনাশ সাধন কত্তে পারলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হয়। বেটার প্রতি রাজার যেমনি ভালবাসা ছিল, তেমনই শত্রু করে তুলেছি।

শম্ভু। তবে এখন উপায় কি?

কলুষ। উপায় আছে, কিন্তু একটি কণ্টকের গাছে পথ বন্ধ করে রেখেছেন, আগে তার মূলচ্ছেদ না কর্ত্তে পাল্লে হতে পারে না।

শম্ভু। সে কি, কণ্টক নষ্ট করিয়া পথ পরিস্কারই না হয় করা যাবে, কাননে কুসুম চয়নে কে না কাঁটার আঘাত পায়, কলুষ?

কলুষ। বন্ধুকে কদিনের জন্য বলহীন করে রাখা যেতে পারে কি না?

শম্ভু। তা কি করে হতে পারে?

কলুষ। কেন? তার সহজ উপায়ই আছে, আপনি সৈন্য-গণের অস্ত্র-শিক্ষা প্রদর্শন কল্লেই, হতে পার্ব্বে, তা হলে বন্ধুকেও আপনার অনুরোধে, অন্যতর বীরপুরুষের সঙ্গে অস্ত্র লইয়া কৌশল প্রদর্শন করিতে হইবে। সে ব্যক্তিকে পূর্ব্বে বলে রাখ-লেই হতে পার্ব্বে যে, বন্ধুকে প্রাণে না মেরে ফেলে, দুই একটা

অস্ত্রের আঘাত করে, তাহলেই কিছুদিনের জন্য পড়ে থাক্‌বে। মহারাজ! আমার ওর সঙ্গে কিছুমাত্র শত্রুতা নেই, তবে মহারাজের মঙ্গলের জন্য সকলি কত্তে হয়, অন্নদাতা প্রভুর অনুরোধে পিতার বিপক্ষতা পর্য্যন্তও লোকে অবলম্বন করে থাকে।

শম্ভু। বেস্ কথা, তবে তুমি সাবধানে একথা এক ব্যক্তিকে বলে রেখ, এবং আগামী পরশ্ব সেনা প্রদর্শন হবে এ কথা প্রচার করে দাও।

কলুষ। যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) কাজ ত এক প্রকার উদ্ধার কল্লেম।

[উভয়ের নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

রত্নপতির অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর তীর।

সরলা আসীনা।

সরলা। (বাম গণ্ডে বাম কর বিন্যস্ত করিয়া) ওঃ কি দুঃস্বপ্ন, আমার হৃদয় কখনও সুস্থির হচ্ছে না, প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, ভাগ্যে কি আছে কে জানে, ওঃ কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!! লোকে বলে যে যা ভাবে, স্বপ্নে তাই দেখ্‌তে পায়, কৈ আমি ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ বিপদের আশঙ্কা করি নাই, তবে ভাবিবার কেন? আহা! বন্ধু রক্তসাগরে ভাসিয়া বেড়াচ্ছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বল্‌ছেন, "সরলে আমায় রক্ষা কর" আমি প্রাণকান্তের কাতর বচনে ও আর্ত্তনাদে, পাগলিনীর মত হয়ে, যেন তাঁর হাত ধরে উঠাবার জন্য অগাধ শোণিত-সাগরে ঝাঁপ দিলাম,

তীরে মহারাষ্ট্রপতি সদলবলে দাঁড়িয়ে সকলে বিকটরবে হাসিয়া উঠিলেন, তখনই আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। দেখি প্রভাত হয়েছে, স্বর্ণ থালার ন্যায় সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে উদয় হয়েছেন, গবাক্ষ দিয়া তাঁর মৃদু আলোক আসিয়া আমার চক্ষে পড়েছে, আবার নিদ্রা যাবার চেষ্টা কল্লেম, কতই কল্লেম, কিছুতেই আর নিদ্রা হল না, এখন কি করি, প্রাণ যে বড়ই ব্যাকুল হলো।

(পুষ্করিণীর অপর পারে বন্ধু আগত।)

বন্ধু। (স্বগত) আহা, ঐ যে আমার সাহায্যদুঃখী সরলা, ঘাট আলো করে বসে আছেন, যাই, গুপ্তভাবে ওখানে গিয়ে, প্রিয়ার চক্ষু ধরিগে, দেখি কি করেন।

(গুপ্তভাবে বন্ধুর আগমন এবং সরলার চক্ষু আচ্ছাদন)

সর। ছি নির্ম্মল, ছেড়ে দাও, সকল সময়েই কি হাসি তামাসা ভাল লাগে? আ, ছিঃ ছাড় না, একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আমার মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।

(বন্ধু চক্ষু ছাড়িয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ও সরলা বন্ধুকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য এবং সলজ্জ ভাবে)

বন্ধু। সরলে! এখানে বসে যে।

সর। মুখ ধুতে এসেছি।

বন্ধু। আমিতো তোমার ঘট্কালী কত্তে এলেম।

সর। (সলজ্জে) নিজের ঘট্কালী নিজেই!

বন্ধু। না সরলে, তুমি সৌভাগ্যবতী, শম্ভুজী তোমায় বিয়ে কর্ব্বেন, তোমার রূপ গুণে তিনি মোহিত হয়ে পড়েছেন।

সর। নাথ! একে আবার কেমন ধারা কৌতুক বলে? (হাস্য)

বন্ধু। না সরলে! তোমায় আমি স্বরূপ কথা বল্ছি। এখন তুমি আমায় মনে ভেব না, আমিও তোমায় ভাব্‌ব না।

সর। সে কি! বন্ধু তোমার পায় ধরি আমায় সকল কথা খুলে বল।

বন্ধু। আর খুলে কি বল্‌ব, মহারাজ তোমায় বিয়ে কর্ব্বেন, এ কথায় তোমার পিতাও এক প্রকার সম্মত হয়েছেন।

সর। কি পিতা সম্মত হয়েছেন? কখনই না, নাথ! আমি তোমা বই আর কারো জানি না।

বন্ধু। তুমি কি কর্‌বে সরলে, এ যে বিধির নির্ব্বন্ধ।

সর। বিধির আমার প্রতি কি বাদ ছিল যে, তাই সাধন কর্ব্বেন?

বন্ধু। কেন, রাজরাণী হবে, আমার ন্যায় লক্ষ লক্ষ পুরুষ, তোমার ভৃত্য পাবে।

সর। নাথ! ও কথা আর বলো না, উহা আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, আবার ও কথা শুন্‌লে আমি বিষ খেয়ে মর্‌ব।

বন্ধু। সরলে! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি।

সর। তুমি আমার জীবনের ঈশ্বর, তুমি আমার কাছে, স্বর্গের দেবতা।

বন্ধু। শম্ভুজী যদি বল প্রয়োগ করে তোমাকে নে যান?

সর। তিনি কি এতই দুরাচার।

বন্ধু। যদি তাই হন্।

সর। আমার মন ত আর্ বল প্রয়োগে নিতে পার্ব্বেন্ না।

বন্ধু। সরলে! তুমি অবলা বলে লোকে কি না কর্ত্তে পারে?

সর। সতীর গায় কেউ হাত্ তুল্‌তে পার্ব্বে না, শিব সহায় থাক্‌বেন।

বন্ধু। শিব কি স্বহস্তে রক্ষা কর্ব্বেন?

সর। না করুন, আমি বিষ খেয়ে কি উদ্বন্ধনে কি ছুরিতে প্রাণত্যাগ কর্‌ব।

বন্ধু। তোমার তায় কি লাভ হবে?

সর। ধর্ম্ম।

বন্ধু। আমায় ত আর পেলে না?

সর। তোমার জন্যই প্রাণত্যাগ কর্‌ব, এ জন্মে না হউক, পর জন্মেও তোমায় পাব, ঈশ্বর কি এতেও আমায় কৃপা কর্ব্বেন্ না?

বন্ধু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) সরলে! তুমি আমার সর্ব্বস্ব।

সর। (সলজ্জভাবে) নাথ! এ সকল কথা যদি সত্য হয়, না হয় বাবাকে সকল প্রকাশ করে বল, আমরা না হয় অন্য রাজ্যে গিয়ে বাস করি।

বন্ধু। তিনি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত হবেন? তিনি যে রাজার শশুর হবেন।

সর। বাবা কি আমায় সাগরে ডুবিয়ে দেবেন। অর্থ ও সামান্য পদের প্রত্যাশায় বাবা কি তাঁর সরলারে চিরকালের জন্য পা দিয়া ঠেলে ফেল্‌বেন? বাবা আমায় প্রাণের অধিক স্নেহ করেন, তুমি সকল কথা অবশ্য বাবাকে বল্‌বে।

বন্ধু। সরলে! ভয় নাই, আমি থাক্‌তে তোমার চিন্তা কি? যা হোক্, আমি এখন যাই।

সর। আজ ও দিকে এত বন্দুকের শব্দ ও দামামার বাদ্য হচ্ছে কেন?

বন্ধু। আমাকেও ওখানে যেতে হবে, আজ্ আমাদের যুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন হবে।

সর। কি বল্লে, যুদ্ধ কত্তে হবে?

বন্ধু। না, কেমন করে যুদ্ধ করে থাকি, অস্ত্র শস্ত্র কেমন করে বিপক্ষ সেনার প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তারি প্রদর্শন মাত্র হবে।

সর। বিপদের সম্ভব নাই ত? না হয়, তুমি নাই গেলে, কত সেনা আছে, তারাই এ সকল কর্ব্বে।

বন্ধু। যখন রাজা ডাক্‌তে পাঠাবেন?

সর। বলো যে, মাথা ধরেছে।

বন্ধু। মিথ্যা কথা বল্‌ব?

সর। আমার বড় ভয় হচ্ছে, না হয় আমার অনুরোধেই বলো।

বন্ধু। না, তা হতে পারে না, আর তোমার ভয়ই বা কিসে?

সর। (ক্রন্দন) পরমেশ্বর!

বন্ধু। একি সরলে! কাঁদ কেন? আমি কি যুদ্ধে যাচ্ছি যে তুমি কাঁদ্‌ছ।

সর। না, আমার মন প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

বন্ধু। না, কিছু ভয় নাই, সরলে! তবে এখন আসি, বৈকা-লেই আবার দেখা পাবে।

সর। বাধা দেওয়া উচিত নয়, যাও, কিন্তু সাবধান্।

[বন্ধুর প্রস্থান।

সর। (স্বগত) কেন যে, আমার পৃথিবী আঁধার, দিক্ সকল শূন্য বোধ হচ্ছে, বল্‌তে পারি না, বিধি কপালে কি লিখেছেন, জানি না, হায়! মনে যে কত ভয়ের উদয় হচ্ছে, মহাদেব! (উদ্দেশে নমস্কার) যাই, এখানে আর থেকে কি কর্‌ব।

[সরলার নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-অট্টালিকার সম্মুখভাগে এক বৃহৎ প্রান্তর।

শম্ভুজী, কলুসা, বয়স্যদ্বয়, প্রতিহারী, দাস, রক্ষক, সেনাগণ, বাদ্যকর, ইত্যাদি আসীন।

শম্ভু। (প্রতিহারীর প্রতি) রণ-বাদ্য বাজাতে বল।

প্রতি। যে আজ্ঞা। (রণ বাদ্যারম্ভ)

শম্ভু। প্রায় সকলেই ত উপস্থিত, তবে আর কি, আরম্ভ হোক্?

কলু। আজ্ঞা, বন্ধুই এপর্য্যন্ত আসেন নি।

শম্ভু। তাঁকে কি সম্বাদ দেওয়া হয় নাই?

কলু। আজ্ঞা হাঁ, সে বিষয়ে ক্রুটি হয় নাই।

শম্ভু। আচ্ছা, কিছু কালের জন্য বাদ্য বন্ধ হউক। (প্রতিহারীর নিষেধ ও বাদ্য স্থগিত)

কলু। মহারাজ, রণ-বাদ্যের এমনি মাহাত্ম্য যে জরাজীর্ণ শরীর ও শিথিল স্বভাবের লোককেও উত্তেজিত করে।

শম্ভু। নইলে রণ-বাদ্যই বা বলে কারে।

কলু। মহারাজ, দেখেছেন্ যে কজন সেনাপতি এখানে আছেন, এদের মধ্যে সামন্তজীর অপেক্ষা কেউ বলবান্ নন্। ওঁর কেমন ভীমের মত শরীর, ক্ষমতাও বিলক্ষণ আছে।

শম্ভু। হলে হয় কি, এঁর সাহস কিছু কম, ঠিক কথা বল্‌তে গেলে বন্ধুর মত সাহসী ও ক্ষমতাশালী লোক অল্প। বালক হলেও গুণে প্রবীণ।

কলু। সামন্ত কেমন সিংহের ন্যায় বেড়াচ্ছে, দেখে বোধ হয় যেন শত শত বীর একাই নিপাত কর্‌তে পারে, আবার ঐ দেখুন্, বালজী রামজী এরাও ন্যূন নহে, ঐ রামজীও বুঝি একদিন একটা জীবন্ত বাঘ ধরে এনেছিল ?

শম্ভু। না না, সে বন্ধু।

কলু। যা হোক্ আমার বিচেনায় বন্ধু এদের এক জনের মতও নন্।

শম্ভু। কলুষা, আমি তোমার পরামর্শে যে কাজে প্রবৃত্ত হলেম, ইহা দ্বারা আমার ভারী অনিষ্ট আশঙ্কা হচ্ছে, আর দেখ বন্ধু যদি আহত না হন্, তবে ত আরো বিপদ।

কলু। তার জন্য ভয় কি, আমি পূর্ব্বেই এ বিষয়ের যোগাড় করেছি, এই যে দেখ্‌ছেন্, ভাল ভাল পাঁচ খানি অসি, এর্ একখানি ব্যতীত আর চারিখানিই বিষাক্ত, বিশেষ তীক্ষ্ণও অত্যন্ত।

শম্ভু। তবে কি, যে খানিতে বিষ নেই, সেই খানি বন্ধুর জন্য।

কলু। তা বই আর কি ?

শম্ভু। এ ত বড় বিশ্বাসঘাতকা !

কলু। মহারাজ ! এ সকল কথা রেখে দিন্; স্বকার্য্য সাধন কত্তে হলে এ সকল অতি তুচ্ছ কথা।

বন্ধুর প্রবেশ।

বন্ধু। (স্বগত কথন) কলুষা চিরকুটিল, কোন্ বুদ্ধিতে কখন

কি করে কিছুই স্থির নাই। মহারাজ নিজে ভাল, কেবল এই মহাপাপ, এঁকে কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দস্যুতা ও চৌর্য্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলে, এ পাপে শীঘ্রই মহারাষ্ট্রপতিকে মহাবিপদে ফেলিবে। এত পাপ কি সহ্য হয়!! আজ আবার হঠাৎ এ ব্যাপার কেন? কি অভিসন্ধি এতে আছে, কিছুই জানি না। এর কুচক্র বোঝা ভার, সৈন্যবল-প্রদর্শন অনেক বার হয়ে থাকে, কিন্তু এবার আমার মন যেন কোন ভারী বিপদ সম্মুখবর্ত্তী হলে যেরূপ অধীর হয়, সেই রূপ হয়েছে, শরীরে মনে নানা অমঙ্গলের চিহ্ন লক্ষিত হচ্ছে, এখন কথা বার্ত্তায়ও দেখি, মহারাজের আর পূর্ব্বের মত আমার প্রতি আস্থা নাই, জগদীশ্বর জানেন, আমা কর্ত্তৃক প্রাণান্তেও মহারাজের অনিষ্ট হয় নাই, হবেও না, যাই দেখি একবার। (প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে অগ্রসর হওন)

কলু। এই যে বন্ধু এসেছেন।

শম্ভু। বন্ধু এস, তোমার জন্যই কেবল অপেক্ষা, আর সকলেই প্রায় উপস্থিত আছেন।

বন্ধু। (প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজের সংসারে আমার ন্যায় কত ক্ষুদ্র ব্যক্তি প্রতিপালিত হচ্ছে, আমার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন কি ছিল?

শম্ভু। তুমিই প্রধান, তোমার অনুপস্থিতিতে কেউ আরম্ভ কত্তে চায় না, সেই জন্যই অপেক্ষা করা গিয়াছে, আর বন্ধু এ তোমার পদোচিত সম্ভ্রম।

বন্ধু। আমাকে যাই কেন বলুন্ না, সে কেবল মহারাজের অনুগ্রহ।

কলু। মহারাজ! আর গৌণ কি?

শম্ভু। হাঁ, তুমি মনোনীত করে এদিগে অস্ত্র দাও।

কলু। বন্ধু! তুমি এই অসিখানি গ্রহণ কর, আর এই চর্ম্ম লও,চর্ম্মের কিছু প্রয়োজন নাই,এত আর যুদ্ধ নয়। (অসিচর্ম্ম গ্রহণ)

শম্ভু। সামন্ত, হেমন্ত, বালজী, রামজী, এদের অসি চর্ম্মও দেওয়া হউক।

কলু। তোমরা, এর এক এক খানি অসি এবং চর্ম্ম গ্রহণ কর, (সকলের গ্রহণ ও একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

শম্ভু। আর গৌণ কি? বন্ধু তোমরা খেলা আরম্ভ কর।

কলু। বন্ধু এবং সামন্তজী উভয়েরই শারীরিক শক্তি এবং শিক্ষা-কৌশল এক প্রকার, আমার বিবেচনায়, বন্ধু সামন্তজীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবেন।

শম্ভু। হাঁ, তবে তাই হউক। (সামন্ত এবং বন্ধু উভয়ে উল্লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হুঙ্কার রবে অসিনিষ্কোষিত করিয়া দণ্ডায়মান এবং মৃদুল রণ-বাদ্য)

শম্ভু। (অসি উত্তোলন পূর্ব্বক) বন্ধু, সাবধান এই দেখ।

বন্ধু। (চর্ম্ম দ্বারা নিবারণ পূর্ব্বক) সামন্তজী, তোমার হস্তের লঘুতামাত্র নাই, এই দেখ (মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত) এখনি তোমার মস্তক ছিন্ন কত্তে পাত্তেম।

দর্শকমণ্ডলী। সাধু, সাধু, সাধু, ধন্য বন্ধু !!

সাম। (লজ্জিত হইয়া ক্রোধভরে) আচ্ছা, তবে, এই বার। (অসি সঞ্চালন)

বন্ধু। (চর্ম্মে রক্ষা করিয়া হুঙ্কার রবে অসিচালন পূর্ব্বক) কেমন এই বারও হয়েছিল, তোমার আরও কিছু লঘুহস্ত হওয়া উচিত। এই অবসরে যে একেবারে তিন খণ্ড করে ফেলেছিলাম, অন্যকে আঘাত করিবার পূর্ব্বে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করা উচিত।

দর্শক। সাধু, সাধু, সাধু!

কলু। আচ্ছা, তোমরা কিছু কাল অপেক্ষা কর।

শম্ভু। এদের উপযুক্ত রূপ মিল হয় নাই, আমার কিবেচনায় বালজী আর বন্ধুতে হইলেই ভাল হতো।

কলু। না মহারাজ, বন্ধুর অতুল বিক্রম! (রাজার প্রতি ঈঙ্গিত) এরা চারি জনেও বোধ হয় এর সঙ্গে সমর্থ হবে না।

শম্ভু। কেমন বন্ধু এক যোগে এদের চারিজনের সঙ্গে তুমি পার্ব্বে?

বন্ধু। মহারাজ সময়ে শত বীরের সঙ্গেও অস্ত্র-যুদ্ধে অগ্রগামী হতে হয়, এ ত যুদ্ধ মাত্রই নয়, খেলা, কেবল শিক্ষা-নৈপুণ্য প্রকাশ মাত্র, চারি জন কেন চারি শত হলেই বা চিন্তার বিষয় কি?

সকলে। সাধু সাধু ধন্য বন্ধু!!

শম্ভু। তবে আর কি, হোক্।

সামন্ত, হেমন্ত, বালজী, রামজী, } (কর যোড়ে) মহারাজ এরূপ আজ্ঞা করবেন্ না। এর চেয়ে আর আমাদের অপমান কি আছে। বালক বন্ধু, একাকী, আর আমরা চারি জন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে অস্ত্র বল দেখাব?

কলু। (বিরক্তভাবে) তোমাদের কেবল মুখ, কাজে কেউ নও। মহারাজ যা বলেছেন তাতে দ্বিরুক্তি মাত্রও করো না, যাও, বেলা হয়ে উঠ্ল।

শম্ভু। হাঁ, শীঘ্র শীঘ্র সমাধা কর, বেলা অধিক হয়ে উঠ্ল।

বীরচতুষ্টয়। চল ভাই, করি কি?

(রণ-বাদ্য)

বন্ধু। (অসি ঘূরাইয়া এবং হুঙ্কার রবে উল্লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া) এস ভাই।

বীরচ। (একেবারে ভৈরব রব পূর্ব্বক লম্ফপ্রদান ও বন্ধুকে বেষ্টন করিয়া চারিদিক্ লইতে অসি সঞ্চালন পূর্ব্বক) বন্ধু, সাবধান, সাবধান!

বন্ধু। (সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একেবারে সামন্তজীর ও হেমন্তজীর উষ্ণীষদ্বয় অসির অগ্রভাগে করিয়া এক লম্ফে ব্যূহ ভেদ করিয়া, মহারাষ্ট্রপতির নিকট আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজ! দেখুন, প্রকৃত যুদ্ধ হলে এখনই সামন্ত ও হেমন্তজী, যমালয় গিয়াছিলেন। এই দেখুন এদের শিরচ্ছেদ না করে তৎপরিবর্ত্তে উষ্ণীষ এনেছি।

দর্শ। সাধু, সাধু, সাধু, (করতালি)

শম্ভু। (কৃত্রিম সন্তোষভাবে) তুমি এ জন্য বিশেষ রূপে পুরস্কৃত হবে।

বন্ধু। (প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজ! এখন কি আজ্ঞা।

সাম, হেম। (উভয়ে কর যোড়ে) মহারাজ! অপমানেরও এক শেষ হয়েছে, বালজী রামজীর গোলযোগেই আমাদের এরূপ অযশঃ ঘট্‌ল, তা মহারাজের আজ্ঞা হলে আমরা একে একে আবার একবার দেখি।

বল। মহারাজ, আর পরীক্ষা বৃথা, বন্ধু অলৌকিক বলসম্পন্ন।

সামন্তজী। (মহাক্রোধে) কি বলজী, আমি তোমার মত ভীত নই যে, গতিকে একবার লজ্জা পেয়েই এখন বন্ধুর পায় ধরব।

বল। ভাই দেখা গিয়াছে, আর কেন?

সামন্ত। (ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ! আমার আর সহ্য হয় না, (সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করুন, আমি বন্ধুর বল এই বারে ভাল করে দেখাচ্ছি।

শম্ভু। কেমন, বন্ধু ?

বন্ধু। যে আজ্ঞা মহারাজ !

সামন্ত। (উষ্ণীষ বাঁধিয়া ও অসি হস্তে ভীম গর্জ্জনে) বন্ধু, এই বার সাবধান !

বন্ধু। (হাসিয়া) আমি চির দিনই সাবধান (সকলের হাস্য) তুমি সাবধানে থাক।

সাম। (অধরদংশন ও অসি ঘূর্ণিত করিয়া বন্ধুর প্রতি ব্যাঘ্রের ন্যায় ধাবিত হইয়া আঘাত) বন্ধু, এইবার ?

বন্ধু। (চর্ম্ম দ্বারা রক্ষা করিয়া, সামন্তের প্রতি আঘাত করিতে গিয়া অথচ না করিয়া) এই নাও, তোমার এবারকার ফল। (সকলের হাস্য)

সাম। (ক্রোধে ও লজ্জায় অস্ত্র ঘুরাইয়াও পুনরায় অবৈধরূপে বন্ধুর প্রতি আক্রমণ করত) এবার রক্ষা কর দেখি ?

বন্ধু। (চর্ম্ম দ্বারা আঘাত সহ্য করিয়া ভীম বলে চর্ম্মের দ্বারা আর এক আঘাতে সামন্তকে ভূমিশায়ী করতঃ অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়া) কেমন রক্ষা করেছি কি না ? সামন্ত, কোন্ গুরু তোমায় শিক্ষা দিয়েছিল যে, তুমি আমার পায় আঘাত করিতে উদ্যত হয়েছিলে ? ছি ছি, তোমার দ্বাদশ বার জন্ম মৃত্যু হল, তবুও লজ্জা নাই !!! (সকল দিক হইতে সাধু সাধু ও করতালি)

সাম। (ক্রোধভরে উঠিয়া ও বন্ধুর বামপদ-মূলে এক ভয়ানক আঘাত করতঃ) এবার ? (এক কালে চতুর্দ্দিক হইতে) একি, একি, অন্যায় আঘাত কর কেন, পায় আঘাত !!

বন্ধু। (গম্ভীরস্বরে) একি রে নরাধম ! এই বুঝি তোর শিক্ষা, ভাল, পায় আঘাত করা কার কাছে শিখেছিলে ? তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ, আমি দেখিতেছি তুমি সামান্য সেনানীরও উপযুক্ত নহ,

ছি ছি!! আমার সহিত তোমার কি বিসম্বাদ ছিল? আমি ইচ্ছা করিলে যে এতক্ষণ তোমার কিছু মাত্রও থাকিত না, হা নরাধমেরা! অভিমন্যুকে যেমন সপ্তরথীতে অবৈধ যুদ্ধে হনন করেছিল, তোমরাও ষড়যন্ত্র করে আজ আমাকে সেই রূপে বিনাশ কর্‌বে বলে কি মনে করেছিলে? মহারাজ! এ কি রূপ ব্যবস্থা? এ খেলাতে যদি অস্ত্রাঘাত এই ব্যবস্থা বুঝিলেন, তবে আমায় কেন পূর্ব্বে বলা হয়েছিল না? (বীরদর্পে) আমি এখনও ইচ্ছা করিলে, এস্থান রক্ত স্রোতে প্লাবিত কর্‌তে, এই মুহূর্ত্তেও সামন্তকে সহস্র খণ্ড করিয়া কুক্কুর মুখে নিক্ষেপ করতে পারি, মহারাজ! বলুন, এখনও বলুন, না হয় তাই হউক, হায়! একি বিষাক্ত অস্ত্র! হা নরাধমেরা? তোমাদের যে নরকেও স্থান হবে না। যুদ্ধে কতবার ইহা অপেক্ষায়ও যে আমার শরীর অধিকতর ক্ষত হয়েছে, অনায়াসে তাহা সহ্য করে, তখনই যুদ্ধ করেছি, এ যে তক্ষক-দংশনের ন্যায়, আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল; (অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক উষ্ণীষ ছিন্ন করতঃ ক্ষত স্থান বন্ধন করিবার উদ্যোগ) বিষম গাত্রদাহ উপস্থিত হলো, আর ত আমি সুস্থির থাক্‌তে পারি না, অশিক্ষিত নরাধমের বিরুদ্ধে আর আমি অস্ত্র ধারণ করিব না প্রতিজ্ঞা করেছি, নহিলে, এখনই ইহার প্রতিশোধ লইতাম, হা নরাধম, হা মহারাষ্ট্র-কুল-কলঙ্ক!

দর্শ। হায় হায় একি? (সামন্ত উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া বন্ধুর দক্ষিণ জঙ্ঘায় আর এক আঘাত এবং বামস্কন্ধে এক আঘাত, করিলে বন্ধু মুর্চ্ছিত হইয়া পতিত) (চারিদিক্‌ হইতে একি একি ধর ধর, কোলাহল ও পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রত্নপতির বাটীর এক গৃহ, বন্ধু শয়ান

একপার্শ্বে রত্নপতি, পার্শ্বান্তরে চিকিৎসক আসীন।

চিকি। মহাশয়, ভয়ানক রূপে আহত হয়েছেন।

রত্ন। প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখুন, বন্ধুকে আমি পুত্রের অপেক্ষাও স্নেহ করে থাকি।

চিকি। মহাশয়, আমরা জান্‌তাম বন্ধু অসাধারণ বীরপুরুষ, অস্ত্র-শিক্ষা বিলক্ষণ রূপে শিখেছেন, তবে খেল্‌তে খেল্‌তে এরূপ সাংঘাতিক আঘাত কেন?

রত্ন। বন্ধুর কিছু মাত্র দোষ ছিল না, বন্ধু ইচ্ছা করিলে, যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সকলকেই খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌তে পার্‌তেন। সামন্তকে বোধ হয় আপনি জানেন।

চিকি। হাঁ মহাশয় জানি।

রত্ন। সেই নরাধম, অন্যায়পূর্ব্বক ইহাঁর পায় অস্ত্রাঘাত করে, বন্ধু তখনও ইচ্ছা কল্লে তার শিরচ্ছেদ কর্ত্তে পারতেন, ঘৃণায় অস্ত্র ত্যাগ করে, তাকে ভৎসনা কর্ত্তে লাগ্‌লেন, এমন সময়ে, নরাধম উন্মত্তের ন্যায় এসে বন্ধুর স্কন্ধে ও পদমূলে আর দুই আঘাত কল্লে, তার পরেই আমি এঁকে এখানে লয়ে এসেছি, এখানে এঁর সুশ্রূষার অনেক সুবিধা হবে।

চিকি। সে পাষণ্ডের কি হলো?

রত্ন। আমি আর কিছু জানি না, আজ আহার পর্য্যন্তও করি নাই। এঁকে লয়েই ব্যস্ত আছি। আহা, এঁর বাপের সঙ্গে আমার বড় প্রণয় ছিল, শিবজী তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা কর্ত্তেন, মরণ-

সময়ে আমাকে বলে যান "রত্ন, আমার শিশুটীকে দেখ," এঁর মা, পূর্ব্বেই পরলোকগতা হন।

চিকি। মহাশয়, (রত্নপতিকে ঔষধ দিয়া) এই নিন্ পটি বেঁধে ক্ষতস্থান বন্ধ করে দিন। বেলা হয়েছে আমি চল্লেম, আপনিও আহার করুন গে।

[চিকিৎসকের প্রস্থান।

রত্ন। আহা, কি সুন্দর শরীর, অমন স্বর্ণকান্তি যেন কালি হয়ে গেছে, কেন এমন হলো কিসে? নরাধমের অস্ত্রে কি বিষ ছিল? (গালে হাত দিয়া) আঃ নরাধম কেমন ভয়ানক আঘাত করেছে, আহা, শিবজীর সময় হলে কি আর এমন হতো, কোন দিনও তাঁর সময়ে এরূপ অমঙ্গল ঘটনা ঘটে নাই, বল্‌তে গেলে বন্ধুই শম্ভুজীর দক্ষিণ হস্ত,তা তাঁর কেমন ভাব দেখ্‌লাম। একবারও বন্ধুব প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি কল্লেন না। বন্ধু মলেন কি, কি অবস্থায় আছেন, এক-বারও অনুসন্ধান কল্লেন না, হায়, এই কি বন্ধুর পুরস্কার, কি আশ্চর্য্য !!! আহা, পূর্ব্বে অসম্মত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু শেষ ভেবে দেখ্‌লাম, বন্ধুরও অমত নাই, মনে করেছিলাম, শম্ভুজীকে আমার সরলাকে দান করব, বন্ধু আরও পদস্থ হবেন, আর আমিও পদস্থ হব, তাতেও বন্ধুর উপকার হবে, এখন যদি বন্ধু শীঘ্র শীঘ্র ভাল হন, তবেই আমোদ আহ্লাদে বিবাহটা দিতে পারি।

সুন্দরীর প্রবেশ।

রত্ন। সুন্দরী এসেছ, কি চাও?

সুন্দরী। বেলা হয়েছে, ওদিকে রান্না প্রস্তুত হয়েছে, গা তুলুন।

রত্ন। এঁকে রেখে যাই কেমন করে।

সুন্দরী। না হয় আমি এখানে কিছুকাল থাকি।

রত্ন। সুন্দরী, এই পটী তিনখানি, এই ঘা মুখে লাগিয়ে দাও, আর এঁর কাছে বসে থাক, ইনি এখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছেন, হা পরমেশ্বর!!!

[রত্নপতির প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

কক্ষান্তরে সুরমা ও সরলা।

সুরমা। সুন্দরী তাঁকে ডাক্‌তে গে এতক্ষণ কি কচ্ছে?

সরলা। বাবা বোধ হয় কোন কাজে ব্যস্ত আছেন তাই দেরি হচ্ছে।

রত্নপতির প্রবেশ।

সর। এই যে বাবা আস্‌ছেন্‌।

সুর। (সলজ্জভাবে একটু পাশ ফিরিয়া) মা, এখানে বস্‌তে বল্‌, আর দুধের বাটিটে এনে দে।

রত্ন। আজ্‌ আর আমার আহার কর্ত্তে ভাল ইচ্ছে নাই, মন নিতান্ত অসুস্থ, যা কিছু দিবে শীঘ্র দাও খেয়ে যাই।

সুর। আজ যে এঁর এত তাড়াতাড়ি, কেন?

সর। বাবা এখানে বসুন।

রত্ন। (বসিয়া) বন্ধুকে অজ্ঞানাবস্থায় বাহিরে রেখে এলেম, আমার কিছুই ভাল বোধ হচ্ছে না।

সুর। (ব্যস্তভাবে) সে কি? বন্ধু অজ্ঞানাবস্থায় কেন? তিনি কোথায়?

রত্ন। (এক গ্রাস মুখে দিয়া) আজকার খেলাতে বড় আঘাত পেয়ে এসেছেন, এখন সংজ্ঞাশূন্য হয়ে একেবারে মুমূর্ষু দশায় আছেন, তাই আমি সুন্দরীকে তথায় রেখে এলেম।

সর। (ব্যস্তভাবে) আমি তবে যাই, একবার দেখে আসিগে।

সুর। আচ্ছা, তুমি একটু সেখানে থাক গিয়া, সুন্দরীকে পাঠিয়ে দিও?

[সরলার প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

বন্ধুর শয়ন-গৃহ।

বন্ধু শায়িত, এক পার্শ্বে সুন্দরী কর্ত্তৃক
ক্ষত স্থানে পটি বন্ধন।

সুন্দ। আহা, কি ঘাই হয়েছে, দেখ্‌লে ভয় হয়।

সরলার প্রবেশ।

সর। সুন্দরী, তুই যা, মা ডেকেছেন, আমি এখানে থাকি।

সুন্দ। এই পটিটা বাঁধলেই হয়।

সর। একি এ, ওঃ কি সর্ব্বনাশ! বন্ধু কি বাঁচবেন! যে ঘা হয়েছে! (উপবেশন পূর্ব্বক) সুন্দরী, তুই যা, আমি পটি বাঁধছি।

সুন্দ। (পটি ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া) আহা, সরলে! তুমি যে কেঁদে ব্যাকুল হলে, আহা, সরলা বন্ধুকে সহোদর অপেক্ষায়ও অধিক ভাল বাসেন।

[সুন্দরীর প্রস্থান।

সর। (বন্ধুর কপালে ও বুকে হাত দিয়া) উঃ শরীর যেন আগুন, আহাহা! বন্ধু বন্ধু (ডাকিয়া) আহা, আমার বন্ধু আর কথা বলেন না, (সজল নেত্রে) এ কি হলো, স্বপ্নে যা দেখে ভয় পেয়েছিলাম তাই কি ফল্‌লো? (কপালে হাত দিয়া) হা আমার অদৃষ্ট, আহা, তপ্তকাঞ্চনের মত বর্ণ যে একেবারে কালী হয়ে গেছে, (ক্ষতস্থল দৃষ্টে) আঃ কি আঘাতই করেছে!! বন্ধু

কি আর ভাল হবেন, হা নাথ, আজ আর আমার লজ্জা ভয় কিছুই নাই, আজ মনের সাধে প্রকাশ্যে প্রাণনাথ, প্রাণবন্ধু বলে তোমাকে ডেকে নিই, আমার কি সর্ব্বনাশই হলো রে, (ক্রন্দন) বন্ধু! শৈশবকাল হতে তোমায় আমি বড় ভাল বাসিতাম তুমিও বাসিতে, যদি তা হতো, তবে কি আমার এ দশা হতো? কুটিলতা-বিহীন বিশুদ্ধ বাল্য ভালবাসা, এখন প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়েছে, মনে করেছিলাম যে, আমি তোমাকে লয়ে বড় সুখে সংসারসাগরে ভাস্‌ব, কিন্তু হায়, আমার সে আশা ভরসা আজ কোথায় গেল, আমি তখনই বল্লেম, বন্ধু, আমার মন্ কেঁদে বল্‌ছে, সম্মুখে বড় বিপদ, তুমি যেও না, তুমি তা না শুনে-ইত এই সর্ব্বনাশ ঘটালে? হায় হায়! বাস্তবিকই যে আমি স্বপ্নের রক্তময়, বিপদ ও শোক সাগরে ভাসিলাম! সকলে হাসিবে, হাসুক, আমার প্রাণনাথ যেখানে, আমিও সেখানে গিয়া তাঁর অনুসরণ করিব। এ অমূল্য প্রাণ, আমার হৃদয়ের ধন, মহারাষ্ট্র-কুল-আকাশের তেজস্কর সূর্য্য যদি স্খলিত হয়, আমার যৎসামান্য জীবন-নক্ষত্র সেই জ্যোতিঃ রাশির সঙ্গেই না হয় স্খলিত হবে, আমার তায় কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই, হে নাথ! শেষে তুমি এই করিলে! হে মহাদেব! এই কি তোমার বিচার, আমাকে জন্মের মত এ সংসার হতে কাঙ্গালিনীর বেশে বিদায় দিলে! (বন্ধুর বক্ষে মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তন্দ্রা)

সুরমা, সুন্দরী ও রত্নপতির প্রবেশ।

সুর। একি, মা ঘুমিয়েছেন যে।

রত্ন। এত বেলা হলো আহার করে নাই, তাই শরীর অবশ হয়ে নিদ্রা এসেছে।

সুর। একি, বন্ধুর হৃদয়ে মাথা দিয়ে যে, (ডাকিয়া) সরল, ও সরল, মা সরলে, (সরলার ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান ও এক পার্শ্বে সরিয়া উপবেশন)

রত্ন। সরল! এই বুঝি বন্ধুর কাছে বসেছিলে।

সুর। মা তুমি এস, আহার কর এসে, মুখখানি শুখিয়ে গিয়াছে।

সর। না মা, আমি খাব না।

সুর। কেন মা খাবে না কেন? এস সারাদিন ত কিছু খাওনি।

সর। (ক্রন্দন) মা, আমার কি ক্ষুধা আছে যে খাব?

সুর। একি, কাঁদলে কেন মা?

সর। (আরো ক্রন্দন)

সুর। (ক্রন্দন) মা, তোর কান্না দেখ্‌লে যে আমার কান্না পায়! (বন্ধুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও প্রলাপ)

বন্ধু। সরলা ভয় নাই, তুমি আমার প্রাণের সরলা, পতি-প্রাণা সাধ্বী সতী, শ্রীমতী গুণবতী লক্ষ্মী, এস, আমার কাছে এস, আমার শরীরের আগুন নির্ব্বাণ হউক।

রত্ন। একি একি, বন্ধু ও বন্ধু, হায়, এ যে প্রলাপ।

বন্ধু। ছি ছি, আমি তোমার চক্ষু ছুটী ধল্লেম তুমি আমাকে চিন্‌তেও পাল্লে না।

সর। (ক্রন্দন) ওমা, এ আবার কি হলো মা!

বন্ধু। এস লক্ষ্মী, তোমায় কোলে করে বসে থাক্‌লে আমার শরীর শীতল হবে, এই দেখ, আমার শরীরে অগ্নি জ্বল্‌ছে।

সুন্দ। ওমা, কি করব গা।

বন্ধু। প্রাণেশ্বরি! ভয় কি, তোমার সিংহ স্বামী, তোমার গায়ে যে হাত তুল্‌বে তারে তখনই যমালয়ে পাঠাব, তুমি কি আমার

বিক্রম জান না? (হস্তোত্তোলন পুর্ব্বক) এই দেখ, এই হাতে লক্ষ লক্ষ যবন নিপাত করেছি।

সর। ওমা, এ অবস্থা ত আর প্রাণে সহ্য হয় না।

বন্ধু। এস সরল এস, শম্ভুজী পাপী, তাঁর নাম করো না, কলুষা ঘোর নারকী তার কথা যেখানে হয় সে স্থানে যেও না, সামন্তজী বিশ্বাস-ঘাতক, পৃথিবীতে তার স্থান হবে না, তুমি সতী, তুমি আমার হৃদয়ের মণি, এ তক্ষকের শিরোমণি কার সাধ্য কে হাত দিবে।

সুর। সুন্দরী মা, তুই শীঘ্র যা, চিকিৎসক ডেকে নিয়ে আয়, হায় কি হলো!

রত্ন। একি, বন্ধু ও সরলাতে কি এমনি ভালবাসা ছিল!!

বন্ধু। (মাথায় হাত দিয়া) সরল! আর আমি তোমার কথা লঙ্ঘন কর্‌ব না, তোমার কথা না শুনেইতো আমার এই দশা।

সরলা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) মা, কবিরাজ ত এখনও এলেন্ না?

সুরমা। হে মহাদেব! আমি তোমায় ভাল করে পূজা দিব, বন্ধুকে ভাল কর, এবার বন্ধু ভাল হলে, সরলার সঙ্গেই বন্ধুর বিয়ে দিব, রাজার অসন্তোষে কি করিতে পারে, আমার জামাই মেয়ে নিয়ে না হয় দেশান্তরে যাবো, যা আমাদের ভাগ্যে আছে তাই হবে, হায়! হায়! (দীর্ঘনিঃশ্বাস) আহা!!

রত্ন। ওকি, তুমিও পাগল হলে? দেখিও ওসব কথা কেউ শুন্‌বে, শম্ভুজীকে কেহ বলে দিলে প্রমাদ ঘটবে?

বন্ধু। ওহ, এই বুঝি শম্ভুজী ও সামন্তজী আস্‌ছে, ঐ যে আবার ওদের সঙ্গে কলুষা, কৈ সরলা, ও সরল (মহাবেগে উঠিয়া বসিয়া) আমার অসি কৈ? দাও, এখনই এ পাপাত্মা সকলকে

যমালয়ে পাঠাই। (রত্নপতি ও সুরমা বলপ্রয়োগে বন্ধুকে পুনর্ব্বার শয়ন করান)

রত্ন। কি বিপদ, চিকিৎসক ত এখনও এলেন না !!! যাই, শীঘ্র করে তাঁকে লয়ে আসি।

[প্রস্থান।

বন্ধু। সরলে! প্রাণেশ্বরি! এস, কাছে এস, তুমিও না বলেছিলে, এ জন্মে আমায় না পেলে পরলোকে আমায় পাবে, ও সরলে! তা পাবে কি? আমি ত চল্লেম, দেখো, আমায় ভুলিও না, উঃ !!

সরলা। হায়! আমার ভাগ্যে কি সত্যই তাই ঘট্‌ল, ওমা, কি হলো, আমি যে নেই (ক্রন্দন) হায় হায়! কি হলো!

সুরমা। মা, এমন অধৈর্য্য হলে কেন? ঈশ্বর কি এ সাগরে কূল দিবেন না?

সরলা। না মা, অকূল সমুদ্র, কূল কোথা?

সুরমা। (চক্ষু মুছিয়া) মা, সরলে! তোমার চিন্তায় কি ফল। বিধির ঘটনা অখণ্ডনীয়, পিতা, মাতা, সহোদর ভাই পর্য্যন্তও ত মরে যায়, লোকে সে দুঃখ ভুলে গিয়ে আবার আমোদ আহ্লাদ করে, আবার হাসে, মা, তুমি বন্ধুকে বাল্যে ভালবাসিতে, এক সঙ্গে খেলিতে, এই ত? সে ত আর তোমার মায়ের পেটের ভাই নয়? তা এখন, কি করবে মা।

সরলা। (কাঁদিয়া) মা, আমি কি এ কথায় বন্ধুকে ভুলিতে পারি? বন্ধুর এ শোচনীয় পরিণাম, আমাকেও তাঁর সঙ্গিনী করিবে। মা, আমি ইহা দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি।

সুরমা। ও সরলা, তুই বলিস্ কি? (সরলার মুখ ধরিয়া) মা, আর কাঁদিস্ নে, তোর এভাব আর আমার সহ্য হয় না।

বন্ধু। বাঃ বিমানে দিব্য কনক রথখানি, আবার পুষ্প-মালায় সজ্জিত, বাহবা, কত শিব নামের পতাকা উড়্‌ছে, আর এই দিকেই যে আস্‌ছে, (হাস্য খল খল) তোমরা এসগো, আমার সরলারে লয়ে এস, রুদ্র স্বয়ং উপস্থিত, বাম পার্শ্বে সতী, (করযোড়ে) মাগো আমি তোমায় ভুলে গিয়েছিলেম, মা! তুমি আমায় ভোল নাই, ওমা, এই দেখ, মা দেখ্ দেখ্ আমায় কত দুঃখ দিয়াছে। মা, তোমার পদ্মহস্ত একবার আমার গায় দাও, শরীরের জ্বালা জুড়াক্। সরলা,এস, ছিঃ, এ পাপ সংসারে আর থাকা হবে না, এ নরককুণ্ড আমাদের বাসস্থানের যোগ্য নয়, চল, চল, আর গৌণ কেন, সরলে কেঁদো না, নরাধমেরা আমার কিছুই কর্ত্তে পারে নাই, আমার আত্মা অমল শান্তি-সুধায় ভাস্‌ছে, এস যাই।

সুর। (গালে হাত দিয়া) কি ব্যাপার !! আমার শরীর যে রোমাঞ্চ হয়ে উঠছে।

বন্ধু। সরলে, ভাল বস্ত্র আভরণের কিছু প্রয়োজন নাই, সতীত্ব মহারত্ন, যত্নেতে হৃদয়ে বাঁধিয়া আন, ইহা অনন্ত কালের সম্বল। এ রতনে নারীর যেমন শোভা হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না, দেখ, সতী মা আমার সাক্ষাতে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারেন না, সরলে, এস (সরলার দিকে হাত বাড়াইয়া) কিছু ভয় নাই, এই কনক রথে চড়ে ভব-অরণ্য পার হব। সিংহ ব্যাঘ্র পশু ও রাক্ষসের কোন ভয় নাই, স্বয়ম্ভু স্বয়ং এ রথের সারথি হয়েছেন, এস, এই আমার হাত ধর, (বন্ধুর বিকৃতিভাব)।

সর। (বন্ধুর হাত ধরিয়া) প্রাণনাথ! একি? কৈ আমায় সঙ্গিনী করলে না, এই কি তোমার কথার সত্যতা? হে মহাদেব! আমার প্রাণেশ্বরকে কোথায় লয়ে চল্লে, নাথ! আমায় ছেড়ে যেও না, প্রাণনাথের প্রাণ-এই যে যায়, হায় হায়, আমি কি করব,

প্রাণনাথ! আর একবার কথা কও, হায়, এই যে প্রাণেশ্বর কথা বল্‌ছিলেন, এ কি স্বপ্ন? সব ফাঁকি, (ক্রন্দন) আমার প্রাণে ত আর সহ্য হয় না, প্রাণনাথ! আমি যে কত আশা করেছিলেম, আমার সকলি কি বৃথা হল, হায়, কোথায় আমার প্রাণেশ্বর বিজয়ী হয়ে হাস্যমুখে এসে দাঁড়াবেন, কোথায় আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবে, না ক্ষত বিক্ষত শরীরে এসে উপস্থিত, হায় হায়, সজ্ঞান অবস্থায় প্রাণনাথের একটী কথাও যে শুন্‌লেম না রে! প্রাণনাথ! তোমার অভিনয় যে এত শীঘ্র সমাধা হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, এত অল্প আয়ু লয়ে তুমি সংসারে এসেছিলে! হায় হায়, প্রাণ যায় যে হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, ওমা, আমি কি করব? (বঙ্কুর মৃত্যু) এই যে, প্রাণেশ্বরের হৃদয়-প্রদীপ জন্মের মত নির্ব্বাণ হল, আর কেন? প্রাণ! এখন আর তুমি কোন্ আশায় জীবিত থাকবে, সুন্দরী, আমায় বিষ এনে দে, আমি এখনই প্রাণেশ্বরের অনুগামিনী হবো, (বঙ্কুর গাত্রের উপর পতন ও মূর্চ্ছা)।

সুর। হায় হায়, একি হ'ল!! (সুরমা ও সুন্দরীর ক্রন্দন)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজভবন।

শম্ভুজী ও কলুষা আসীন।

শম্ভু। গতিক বড় ভাল নয়।

কলু। কেন, মহারাজ!

শম্ভু। বঙ্কুর মৃত্যু শুনে অবধি আমার মন বড় অসুস্থ হয়ে উঠেছে। সকল বিষয়েই আয়াস এবং উৎসাহশূন্য হয়েছি।

এদিকে বল পূর্ব্বক সরলাকে এনেছি, সে ত একেবারে অন্ন জল ত্যাগ করেছে, কেবল "হা বন্ধু, হা বন্ধু", বলে অহর্নিশি রোদন করছে।

কলু। কেন, তার পিতা ত আর অসম্মত নন্, তার মাতা অসম্মত বলে সরলাকে বল পূর্ব্বক আনার অনুমোদনও তাঁর পিতাই করেন, তা আর দোষ কি, আর মহারাজ! বন্ধুর জন্য আমারও দুঃখ হচ্ছে, সকলই ঈশ্বর ইচ্ছা।

শম্ভু। তা বল্লে কি হয়, তুমি জান ত, যে কবিতা আর বনিতা ঠিক এক রকম, যার এক পদ গমন মাত্র প্রাণ মন হরণ না করে, সে কবিতা কবিতা নয়, বা সে বনিতা বনিতা নয়, আমি কত আশা করে সরলারে সাধ্য সাধনা কর্ত্তে যাই, কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাকে দেখ্‌লেই যেন তার শোক-সিন্ধু আরো উথলিয়া উঠে। ক্রমে আমারো ক্রোধ হয়, ইচ্ছা হয় যে, অবাধ্যতার শাস্তি তারে তখনি দিই আবার মনে করি, আজ্ যাক্, কাল বোধ হয় আমার অনুগতা হবে।

কলু। মহারাজ! নরম গরম সকলই চাই, নইলে স্ত্রীলোককে বশ্ করা বড়ই কঠিন, কখনও তারে প্রলোভন দেখাবেন, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হাতে তুলে দেবেন, আবার কখনও নিষ্কোষিত তরবারি ঘুরাইয়া ভয় প্রদর্শন করিবেন।

শম্ভু। সে সব অনেক করেছি, সে আমার প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্টা নহে, কলুষ! কামিনীর কোমল মন বলে পাওয়া যায় না, তাকি তুমি জান না?

একজন প্রতিহারীর প্রবেশ।

শম্ভু। কি সমাচার?

প্রতি। (প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজ! আরঙ্গজীবের দূত এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চান।

শম্ভু। (কলুষার প্রতি) তুমি যাও, তারে যথোচিত ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করগে, আর বলো, আমি নিতান্তই অসুস্থ আছি, কথা বার্ত্তা যা হবে, তাও এক প্রকার জানি, তবে তিনি আগামী পরশ্ব এলে ভাল হয়।

কলু। যে আজ্ঞা।

[কলুষা ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

শম্ভু। (স্বগত) বন্ধুর জন্য আমার প্রাণ নিতান্তই ব্যাকুল হয়েছে, আহা, ব্যাধেরা যেমন নির্দ্দোষ মৃগশিশুকে বধ করে, আমিও প্রায় সেই রূপ নির্দ্দোষী শিশু বন্ধুকে বিনাশ কল্লেম। হায়, সে তো আমার নিকট কোনও অপরাধই করে নাই, বন্ধুর বল আমার অপেক্ষাও সহস্র গুণে অধিক মনে করেছিলাম। তাকে বধ করে আমার কি লাভ হলো? লাভের মধ্যে অযশ, আর মনঃপীড়া, ইহা যে এজন্মেও আর দূর হবে না। চারি দিকেই বিপদ,এ বিপদে আমার বন্ধু নেই, এখন যুদ্ধ করি কি সন্ধি করি, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না, যাকে বলি সেই বলে "মহারাজের যেমন অভিরুচি" আজ্ বন্ধু থাক্‌লে, নিজের কথা স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত কর্ত্তো, যা ভাল হতো, সেই পরামর্শ দিত, বন্ধু আমার, যুদ্ধে ভীষ্ম, মন্ত্রণায় চাণক্য, জ্ঞানে জনক, বিদ্যায় সরস্বতী, এবং রূপে সাক্ষাৎ মদন ছিল, আমি বিনা দোষে এমন ধন নষ্ট করলেম্! এ দিকেত সরলার বন্ধু-গত প্রাণ। অধিক কি অর্থ ব্যতীত, বন্ধুর মত আমার কি গুণ আছে? আহা! ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে বন্ধুকে বিনাদোষে বধ কল্লেম! সরলা—উঃ সে যে নিতান্ত বালিকা, সে আমার স্নেহের পাত্রী, তার প্রতি আমার প্রেম-দৃষ্টি কি শোভা পায়? হায়, আমার এ পাপ্ কিসে যাবে? আমি সাহুকে রাজ্য-ভার দিয়ে,

সংসার ত্যাগ করব, বনে যাব—ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হব, প্রায়শ্চিত্ত করব। উঃ এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? যা হোক চিরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করব, তা হলেই অবশ্য আমার পাপক্ষয় হবে—আঃ—তা হবে কি? আহা! মন যে নিতান্ত বিকল ও নিরুৎসাহ হলো, লোকে মোহান্ধ হয়ে কি না কর্ত্তে পারে?—আমি এ প্রবীণ বয়সে নবীনার প্রতি আসক্ত হয়ে কি আর বাকি রাখিলাম, ছি ছি ছি, আমার মরণই ভাল (কম্পিত কলেবরে) একি, কি ভয়ানক ব্যাপার, আমি তবে কোথায়? একি আমার পাপের শাসন, (যুদ্ধবেশে বন্ধুর প্রেতাত্মার আবির্ভাব) আমার প্রাণ গেল, (পালাইবার উপক্রম এবং পতিত) এ আবার কি!! (স্বর্গে ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দ) উঃ কি ভয়ঙ্কর শব্দ, (বন্ধুর মূর্ত্তি আরো নিকটে অনুভূতি) হায় হায় হায়!! (শূন্য দৃষ্টে পাগলের ন্যায়) তুমি কি সত্যই সেই বন্ধু?

কি আজিও অটল তুমি, এ মর ভবনে!!
এখনও অক্ষুণ্ণ দেহে তোমার জীবন
ত্রাসিছে, জলদাম্বরে যথা সৌদামিনী
কটমটি দন্তদাম বিপন্ন পথিকে,
ঘোর মহারোলে গণ্ডগোলে কাঁপাইয়ে ধরা
ঝাপটি মানবের থর কম্পিত পরাণ
ওঃ এ কিরূপ অপরূপ ভীষণ ভীষণ!!
সেই মুখ, সেই বীর্য্য, সেই তীক্ষ্ণ অসি যে!!
যে খর শোণিতের স্রোত বহিছে উহাতে
এই স্রোতে মিশাইবে আমার শোণিত?
হায় কাঠ শুষ্ক জিহ্বা জড় হইল আমার

চক্ষু স্থির, অস্থির প্রাণ, ভবন আঁধার
কিছুইত দেখি না, বিনা এই ভীমরূপ
জানিলাম বন্ধু বট এখন ও মহত !

(চীৎকার করিয়া পতন ও অচৈতন্য)

কলুষার প্রবেশ।

কলু। (স্বগত) দিল্লীর দূতকে ত একপ্রকার বিদায় করে আস্‌লাম, লাভের পথটাও বিলক্ষণ প্রশস্ত দেখ্‌ছি, দিল্লীর সম্রাট কটাক্ষ কর্‌লে কি না হতে পারে, সে যা হোক্, আমাদের মহারাজ ত আমারই হস্তের মুষ্টি মধ্যে বাস করেন, আমি ইহার বৃহস্পতি, আমি ইহার সরস্বতী, ইনি ত রাজকার্য্য কিছুই দেখেন না, জানেনও না, সর্ব্বদাই প্রমোদে মত্ত। মোগল সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী সন্ধি বর্ত্তে গেলে আমার বিপুল অর্থ লাভ, কিন্তু রাজ্যের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়—তা আমার কি, ক্ষতি আছে, শম্ভুজীর আছে, উপস্থিত অন্ন যে পরিত্যাগ করে সে মূর্খ। সন্ধি করেছি, বেস করেছি, নীরদ নদের উত্তর-তীরবর্ত্তী স্থানটুকু অতি সামান্য তাহা মহারাজের কর্ণে না আনিলেই চলিবে। (অগ্রসর হইয়া শম্ভুর পতিত শরীর দৃষ্টে) একি, মহারাজ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে যে! ওহ বুঝেছি, ব্যাঘ্রশাবক বুঝি এখনও পোষ মানে নাই, সেই দুঃখে মহারাজ চিন্তামগ্ন চিত্তে নিদ্রা যাচ্ছেন।

শম্ভু। (অচৈতন্য অবস্থায়) আমায় ধর ধর, সর্ব্বনাশ, বধ কল্লে রে।

কলু। (হাস্য) মহারাজ স্বপ্ন দেখে ভয় পাচ্ছেন, ডাকি দেখি, মহারাজ, ও মহারাজ!

শম্ভু। (কলুষাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে) কি কলুষ, এসেছ

উঃ কলুষ, আমার শরীর কাঁপ্‌ছে, যেন ভয় ভয় বোধ হচ্ছে, মনটা বড় অসুখযুক্ত নিরানন্দ ও নিস্তেজ হয়ে উঠ্‌ল।

কলু। মহারাজ, অম্ল ও তিক্ত স্বাদ না থাকিলে মধুর সুমিষ্ট স্বাদ কে অনুভব কর্ত্তে পার্ত্ত? সেই রূপ জান্‌বেন মনুষ্যের মনের গতি, মনে কখনও আপনা আপ্‌নিই আনন্দের উচ্ছ্বাস বেগে উঠে, আবার কখনও বা নিতান্ত অসুখে মন ব্যাকুল হয়ে উঠে, এখন ব্যাকুল হয়েছেন, আবার আনন্দিত হতেই বা কতক্ষণ? দুঃখের চিন্তার উপর সুখের শাসন বড়ই মধুময়, (এক পাত্র সুরা ঢালিয়া) মহারাজ! এই গ্রহণ করুন, এক পাত্র নিন্‌।

শম্ভু। (পান-পাত্র গ্রহণ, ও পান করিয়া) ধর।

কলু। (আর এক পাত্র হাতে করিয়া) এ পাত্রও নিন্‌।

শম্ভু। (আবার পান) কলুষ! তোমার হউক।

কলু। (স্বয়ং এক পাত্র গ্রহণ করিয়া) মহারাজ, দূতকে বলে কয়ে বিদায় করে এলেম, দিল্লীশ্বরের ইচ্ছা যে, আমরা সন্ধি করি।

শম্ভু। আমার বিবেচনায়ও তাহা সদ্যুক্তি বটে।

কলু। মহারাজ! এখন্‌ ও সকল কথা থাক্‌, ওদিক্‌কার কি পর্য্যন্ত।

শম্ভু। না, আর এখন আমি ও সব বিষয়ে মন দিব না, ছি, বালিকার সঙ্গে।

কলু। মহারাজ, তবে এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা সকলই কি পণ্ড হইবে?

শম্ভু। হউক, ক্ষতি কি।

কলু। মহারাজ! সরলা আপনার পত্নী, আপনি তার স্বামী, আপনার এরূপ উদাসীনতা কি শোভা পায়?

শম্ভু। তার বন্ধুগত প্রাণ, আমার প্রতি তার কিছু মাত্র দয়া নাই, সে পাষাণী।

কলু। (আর এক পাত্র দান) ধরুন, হাঁ, পাষাণ ভেদ করার কি অস্ত্র নাই?

শম্ভু। (পান করিয়া) আছে আছে, হাঁ হাঁ।

কলু। মহারাজ! এখন মনের কিছু স্ফূর্ত্তি হচ্ছে কি?

শম্ভু। না হবে কেন, তুমি যেখানে মন্ত্রী, তোমার মন্ত্রণার গুণে সব্ হতে পারে। (উচ্চহাস্য)

কলু। (এক পাত্র পান করিয়া) মহারাজ! আপনার দয়া থাক্‌লে অঘটন সঙ্ঘটনও আমা হতে হতে পারে।

শম্ভু। ভাল কলুষ! তুমি তাকে বশ করে কি দিতে পার্ব্বে? আমার তো অসাধ্য।

কলু। (হাস্য) মহারাজ! সকলই পারি, কিন্তু আমার কিছু আবশ্যক নাই, আমি যেমন যেমন বলে দিয়াছি, তেম্‌নি কাজ কর্ত্তে পাল্লেই সহজে হতে পার্ব্বে।

শম্ভু। আমি তবে অন্তঃপুরে যাই, রাত্রিও হলো।

কলু। হাঁ মহারাজ! আর বিলম্ব কর্‌বেন্ না। (উভয়ের গাত্রোত্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কলুষার অন্তঃপুর।

নির্ম্ম। (স্বগত) আজ দুই মাস এখানে এসেছি, সরলার কথা কিছু জান্‌তে পাচ্ছি না। তার বিবাহেরই বা কি হলো? বন্ধুর

সঙ্গেই হয়ত হয়ে থাক্‌বে। সেই বাল্যকাল থেকে বন্ধু ও সরলাতে এক প্রাণ, আহা, জগতের সকল লোকই যদি বন্ধু এবং সরলার মত পবিত্র প্রণয়ে মগ্ন হয়ে শেষে সুখময় পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতো, তা হলে পৃথিবী স্বর্গ হতো ; স্বর্গ কেন ? তা হতে ও পবিত্র রাজ্য হতো, (ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে) আজ্ এই মালা ছড়াটা গেঁথে রাখি। তিনি যখন হাসি মুখে এসে দাঁড়াবেন, আমি এই মালা তাঁর পরম সুন্দর গল দেশে পরাইয়ে দিব, তিনি কত সন্তুষ্ট হবেন, আর আমারে এর প্রতিদান কি দিবেন বলে কত ব্যস্ত হবেন, আমি তখন চেয়ে চেয়ে তাঁর সেই আধ মলিন, আধ প্রসন্ন, ব্যস্ত অথচ হাসি মুখের মাধুরী দেখিব, দেখিব, দেখিব (করতালি) হা হা হা, (নেপথ্যে শব্দ) কেউ শুনুল নাকি? (ইতস্ততঃ দৃষ্টি) না কেউ নয় (একটা বিড়াল ছানার প্রবেশ) কি, আয় আয় আয় আমার আদুরী আয়, (ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন) তোরে মতির মালা দিব, তাঁরে বলে সুন্দর গয়না দেব। (বিড়াল ছানাকে নাচাইতে নাচাইতে) বল্ ত আদুরী আমার প্রাণ-সখা কখন আস্‌বেন ?

বিড়াল। ম্যাও।

নির্ম্ম। (চুম্বন) কি, এখনি আসবেন্ ?

বিড়াল। ম্যাও মাও।

নির্ম্ম। (হাসিয়া) আদুরী তোর মুখ দুধ দে ধোওয়াব, এঁ, আদুরী, তিনি কি তবে এখনই আসবেন ? আদুরী তুমি এখন যাও, আমি মালা গাঁথি, (বিড়াল ছানা পরিত্যাগ) দিব্য মালাটি হচ্ছে। (গাঁথিতে গাঁথিতে গান)

রাগিণী আলেয়া—তাল, আড়া।

আহা কি অমৃতময়, প্রেমের সংসার।
প্রীতিময় স্থান আহা সুখের ভাণ্ডার ॥

প্রেমিক দম্পতী মেলি, আনন্দের ধ্বনি তুলি,
পবিত্র প্রণয় পূজা করে নিরাধার।
হৃদয়ী দম্পতী মাঝে, প্রীতি-পীযূষ বিরাজে,
অচিন্ত্য মোহন সাজে সজ্জিত সেই সংসার।
এসব সুখেরই উচ্ছ্বাস অমৃত আনন্দ ধার,
চিন্তিয়া হৃদয়ে মম, উথলে সুখ-সাগর।

টলিতে টলিতে কলুষার প্রবেশ।

কলু। আহা, আজ উত্তাল আনন্দের লহরীতে ভেসেই বেড়াচ্ছি। কি নিজ গৃহে কি পর গৃহে কেবল আনন্দেরই উৎসব, আজ পদ্ম-বনে আমি মরাল, আমার চারি দিকেই নব মৃণাল, অহো! কি সুস্বর! ও আমার সংসার-সাগরের পদ্মিনীর সুকণ্ঠ, এস, একবার একণ্ঠে ওকণ্ঠে মিশাইয়া জীবন সার্থক করি। (গাহিতে গাহিতে ক্রমে অগ্রসর হওন)

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

আহা কেন সব আজি হেরি সুধাময়।
এক চন্দ্র সুনীল গগনে শোভিছে,
হৃদয়েতে মম শত চন্দ্রোদয়॥

নির্ম্ম। আমার মালা গাঁথাও হয়েছে এই তিনিও এসেছেন। (মাল্য হস্তে দণ্ডায়মানা)

কলু। (গাহিতে গাহিতে নিকটে আগমন)

নির্ম্ম। (হাস্যবদনে কলুষার গলে মালা দিয়া) আজ যে বড়ই আনন্দ।

কলু। (স্খলিত স্বরে) প্রিয়ে! কেবল আনন্দ নয়, সঙ্গে সঙ্গে "উন্মত্তের স্খলিত কবরী"———

নির্ম্ম। (স্বগত) একি, এঁকে ত কখনও এরূপ দেখি নাই, এঁকে সদাই চিন্তামগ্ন এবং গম্ভীর বদনে দেখ্‌তে পেয়েছি, আজ তুইমাস হলো, ইনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে দিয়াছিলেন, যে এই কালের মধ্যে আমি কারো প্রতি কোন প্রশ্ন কর্‌তে পার্‌ব না, এবং এঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ বা আলাপ হবে না, আজ তুই মাস গত হয়েছে, এখন এসেছেন, কত কথাই কব মনে করেছি, কিন্তু হায়! (চিন্তা)

কলু। (করযোড়ে) এত মান কেন? শ্রীকৃষ্ণ এসে অনেকক্ষণ হাজির, তা না হয় চরণে ধরে সাধি—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

মাম্মতি পামর দীন জনং।
দেহি পদাশ্রয়মবিদিত-ভজনং
কৃপাকণাবিতরণে চরণে শরণে দীনে,
দেহি প্রিয়ে প্রেমিক জনে, প্রেমরস রসনং।

নির্ম্ম। (হাসিয়া কলুযার স্কন্ধে হাত দিয়া) হয়েছে এখন বসো, শ্রীমতী ক্ষমা করেছেন। (হাস্য এবং উভয়ের উপবেশন)

কলু। (স্বগত) সুরা কেমন চিত্ত-উদ্রেককারিণী, এতক্ষণ হৃদয় কেমন আনন্দসাগরে ভাস্‌ছিল, এখন যেই সুরা দেবীর শক্তির অভাব হয়েছে আর অমনি যেন শত শত চিন্তা-ফণীতে দংশন আরম্ভ কর্‌ছে, সাধে কি লোকে সুরা পান করে, ইহাতে ক্ষণ-কালের জন্য অতি দীন দুঃখী ব্যক্তিও সম্রাটের স্বর্ণ-সিংহাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, যাহাকে নানা চিন্তা অহরহ অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া ভয়ঙ্কর রূপে দংশন করিতেছে, সেও ইহারই প্রভাবে, উল্ল-সিত চিত্তে নৃত্য করিতে থাকে, এখন আমি নির্জীব জড় পদার্থ বিশেষ।

নির্ম্ম। বর্ষাকালের আকাশের মত এ কি আশ্চর্য্য ভাব,

তোমার মুখে যে কালিমা পড়ে গেল, দেখিতে দেখিতে চন্দ্রিকা যে অস্তগত ও আকাশ ঘনঘটায় তিমিরাবৃত হলো !!! (হাত ধরিয়া) প্রাণেশ্বর ! তোমার কিসের ভাবনা ?

কলু। (কৃত্রিম আমোদ প্রকাশ) না প্রিয়ে ! তোমার ভ্রম, কোথায় বা ঘনঘটা, আর কোথাইবা তিমির, (নির্ম্মলার মুখ ধরিয়া) এই ত পূর্ণচন্দ্র উদয় হয়েছে।

নির্ম্ম। (লজ্জাবনতমুখে) দুই মাস গিয়াছে, আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন করেছি, এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমায় কেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলে ?

কলু। (স্বগত) আমার কার্য্য আমি সফল করেছি। সরলা এর প্রাণ, বন্ধু সরলার প্রাণ, এ কিছু জানতে পাল্লে কি আর হতো, যা হোক এখন একে আর কিছু বল্‌তে ক্ষতি নাই, না হয়, একটুকু দুঃখ করবে। আমার মনোভিলাষ ত সুসিদ্ধ হয়েছে। বন্ধু বেটার প্রাধান্য আমার হৃদয়ে সহ্য হতো না, তার দফাটা সেরেছি, আর সরলা অমন অপ্সরা, তাকে কিনা বন্ধু ভোগ কর্‌বে ! বেস করেছি, জগতে যে আপন কাজ সাধন কর্ত্তে চায় সে আমারই মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউক।

নির্ম্ম। আবার কি চিন্তা কর্‌ছ ?

কলু। না কিছু চিন্তা করি না।

নির্ম্ম। তবে বল, আমায় এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলে কেন ?

কলু। তোমায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে আমার কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে।

নির্ম্ম। আমি সন্তুষ্ট হলেম। এখন বল, কি কার্য্য সিদ্ধ করেছ ?

কলু। সে সকল কথা স্ত্রীজাতির শ্রোতব্য নহে। তবে তুমি এখন অন্য কোন প্রশ্ন করিলে আমি উত্তর দিতে পারি।

নির্ম্ম। আচ্ছা, সরলা কেমন আছে ?

কলু। ভাল আছে।

নির্ম্ম। তার বিবাহের কি হয়েছে ?

কলু। শীঘ্র হইবে।

নির্ম্ম। আহা, সরলা ও বন্ধু যেন, একটী গাছে দুটী ফুল, উভয়েরই বিবাহ অতি সুখের কারণ হবে।

কলু। (হাস্য)

নির্ম্ম। কেন, হাস যে ?

কলু। তা তো হলো না।

নির্ম্ম। (আশ্চর্য্য ভাবে) তবে কি হলো ?

কলু। ওর একটী ফুল শম্ভুজীর শিরোভূষণ হয়েছে, অপরটী রবি-কিরণে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

নির্ম্ম। এঁ সে কি, তুমি আমায় খুলে বল, আমার প্রাণ ধড়-ফড় কর্‌ছে।

কলু। সরলাকে মহারাজ বিবাহ কর্ব্বেন।

নির্ম্ম। আহা, সরলা কি তা হলে বাঁচ্‌বে। লজ্জায়, অভি-মানে এবং দুঃখে সে মর্‌বে। আহা, তবে বন্ধুরই বা কি হবে, এমন স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি কি স্থির থাক্‌বেন।

কলু। (হাস্য) তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্তও স্থির থাক্‌বেন, তোমার বন্ধুর এত দিন আর এক জন্ম হয়ে থাক্‌বে।

নির্ম্ম। (অশ্রু মোচন করিয়া) তবে কি বন্ধু নাই ? তাঁর কি হয়েছে, ওঃ হো, এমন সুশীল, এমন সুন্দর কি কেউ হয় ? বল বল, তাঁর কি হয়েছিল, আহা, আজ্ কি শুন্‌লেম।

কলু। (ক্রুদ্ধভাবে) হবে আবার কি ? শৃগাল হয়ে সিংহের আহার কেড়ে নিতে গিয়ে প্রাণ হারাইয়েছেন, আর কি, যেমন

কর্ম্ম তেমনি ফল, বামন হয়ে চাঁদে হাত, শিবের প্রসাদ কুক্কুরে খাবে।

নির্ম্ম। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, তবে কি সরলার জন্য তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। হায় হায়, তা না হবে কেন, এ দুরাচারের রাজ্যে তা হবেই ত, যিনি বিমাতার মুণ্ডচ্ছেদ পাপের মধ্যে গণনা করেন না, তিনি সকলই—

কলু। (সক্রোধে) খপর্‌দার চুপ্, ও সব্ কথা মুখে এন না।

নির্ম্ম। মহারাষ্ট্রে শনি প্রবেশ করেছে, উঃ এত পাপ কি সহ্য হবে? আহা হা, হা নিষ্ঠুর! বুঝেছি বুঝেছি, এত ক্ষণে স্পষ্ট বুঝলেম, আমায় এখানে এনে যে এমন করে রাখা হয়েছিল, সেও বুঝি এই জন্য, তবে কি তুমিও এ পাপে লিপ্ত ছিলে? (ক্রন্দন) আমি কি কর্‌ব রে! আমার মাথায় যে ব্রহ্মাণ্ড ভেঙ্গে পড়ল, হায় হায় হায়!! পতিপ্রাণা, বন্ধুপ্রাণা সরলার কি উপায় হবে, সে কি কর্ব্বে? আর কি তার সেই হাসি মুখ দেখতে পাব? সরলা! তোমার কি প্রণয়ের পরিণাম এই হলো, সমুদ্রে সুধা এবং গরল উভয়েরই উৎপত্তি, সরলার ভাগ্যেই কি প্রণয়-সাগরে গরলের উৎপত্তি হলো? সরলা রে, তোরে পেলে একবার গলা ধরে কাঁদিতাম।

কলু। তুমি চুপ কর, বন্ধুর নাশ অনিষ্টের নহে, সে আমার পরম শত্রু ছিল।

নির্ম্ম। হায় হায়, তবে কি তোমার কুমন্ত্রণায়ই তাঁর এ দশা হয়েছে, (ক্রন্দন) তুমি যে এক আঘাতে দুইটি অমূল্য জীবন নাশ কল্লে, আহা, সরলা বালিকা, কোন্ পাপে তার এ দশা কল্লে?

কলু। কেন? সরলা অধিক সুখে থাক্‌বে, মহারাজ তাকে আপন গৃহে নিয়ে বসিয়েছেন।

নির্ম্ম। (ক্রন্দন) বুঝিলাম, তুমি পাষাণ, তোমার শরীর রক্ত-মাংসে গঠিত নহে, নৈলে, তুমি অম্লান বদনে যে কর্ম্ম করেছ দুরাচার ব্যাধের বজ্রতুল্য কঠিন প্রাণও যে একথা শুনে গলিত হয়! প্রাণেশ্বর! স্বামিন্! তুমি আমার দেবতা, তুমি প্রাণ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, কিন্তু আজ তোমার ব্যবহারে আমি পাপিনী হলেম, আমি তোমাকে এখন ভয়ানক রাক্ষস তুল্য দেখ্ছি, আমাকে আর পেলে না, আমি পাগল হলেম, আমি দিব্য চক্ষে দেখ্ছি, সতী সরলার শাপে, তোমরা ভস্ম হবে, মোগলের হাতে তোমাদের বন্ধুর দশা ঘটবে। (ক্রন্দন) আজ থেকে, আমি সরলার সমদুখিনী হলেম, আজ্ আমার সকল সুখ এবং আনন্দ সরলার সুখ আনন্দের সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলাম। প্রাণনাথ! তুমি এখনও আমার হৃদয়ের অধিক, কিন্তু ন্যায় এবং সত্য তাহা অপেক্ষাও অধিক, হৃদয়নাথ! জেন, তোমার কোন অমঙ্গল হলে, আমি আর এক মুহূর্ত্তও এ জীবন রাখ্‌ব না, তুমি আমার জীবনের ঈশ্বর, কিন্তু ধর্ম্ম তোমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, আমি পাগল হলেম, যাই, আমায় স্পর্শ করো না, আর এক দিন আমার দেখা পাবে,

[আলু থালু বেশে বেগে প্রস্থান।

কল। আরে একি একি, কোথা যাও সত্যই কি পাগল হলে? (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

[পটক্ষেপণ]
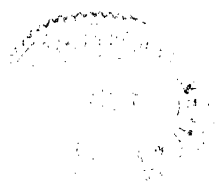
চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাজভবন-অন্তঃপুর সরলা ও গুণমণি।

গুণ। এই মুক্তোর মালা ছড়া গলায় দাও। আর কেন?

সরলা। মা, মালা আমার গলায় দিতে এস না, আমি ছিঁড়ে ফেলে দিব।

গুণ। ছিঃ, তুমি অমন কর্‌ছ কেন, তুমি রাজার রাণী হয়েছ, মণি মুক্তোর আভরণ পর্‌বে, সোণার খাটে বস্‌বে, রূপোর খাটে পা দিবে, তোমার কি এমন ধরাসন শোভা পায়? দেখ দেখি, মহারাজ তোমায় কত ভাল বাসেন।

সরলা। (ক্রন্দন) হায়, কি পাপের হাতেই পড়্‌লেম, একে আমার শোকে তাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, তার উপর আবার পাপের প্রলোভন!! গুণ! যদি আবার তুমি আমায় ও কথা বল্‌বে, তবে আমি তখনই প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব! (ক্রন্দন) হায়! প্রাণনাথ বিদায়-কালেও না তুমি বলে গিয়াছ, "আমি তোমার সিংহ স্বামী, কার সাধ্য তোমাকে স্পর্শ করে।" এখন নাথ! আমার দশা একবার এসে দেখ।

গুণ। ছিঃ, অমন অধৈর্য্য হলে কেন, তুমি বড়ই অবুঝ মেয়ে, দেখ, মহারাজ তোমারে বিয়ে কর্‌বেন, কত সুখে থাক্‌বে, তাতে কি অমন কত্তে আছে। আমরা হলে এখনই নেচে দাঁড়াতেম।

সরলা। আমি দুখিনী আমার ভাগ্যে আর সুখ নাই। তা

হলে আর এমন হবে কেন? গুণ! তোমার পায় ধরি, মহারাজকে আমায় ছেড়ে দিতে বল, তাঁর ধর্ম্ম হবে, তোমারও ধর্ম্ম হবে। আর আমায় এ অবস্থায় কদিন্ রাখ্‌বে, আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ কর্‌ব। তাতেও ত তোমার রাজার কলঙ্ক হবে, গুণ, তোমার পায় ধরি, আমারে দিয়ে এস, আমি একবার চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখি, একবার হৃদয়ের দ্বার খুলে উচ্চস্বরে, প্রাণনাথের নাম স্মরণ করে কাঁদি। আমারে আর অমন্ করে দুদিন রাখ্‌লেই আমি পাগল হব, নিশ্চয় বল্লেম। নিশ্চয়ই আমি পাগল হব, (ক্রন্দন) হায় হায় কপালে কি এতও ছিল!

শম্ভুজীর প্রবেশ।

শম্ভু। ও গুণ! তোরা কি কচ্ছিস্?

গুণ। আজ্ঞা, আজ্ঞা।

শম্ভু। একি, গহনা গুলি যে পর্‌তে দাওনি?

গুণ। না, মহারাজ, ইনি গহনা পরবেন না। আর দেখুন ক্রমাগতই কাঁদছেন।

শম্ভু। হুঁঃ আচ্ছা, তুমি যাও, দেখি আমি সান্ত্বনা কর্ত্তে পারি কি না, আভরণ গায় পরাতে পারি কি না।

[মৃদু হাসিয়া গুণমণির প্রস্থান।

শম্ভু। (সরলার নিকটে গিয়া) এত কাঁদাকাটি কেন? কাঁদ্‌ছ কেন, তোমার কান্না শুনে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে, ছিঃ কেঁদ না।

সর। মহারাজ! আপনার পায় ধরি আমায় দিয়ে আসুন।

শম্ভু। প্রিয়ে! আর অমন করো না, দেখ তোমার জন্য আমি পাগল হয়েছি, তবু কি তোমার দয়া হবে না, দেখ তুমি অন্ন

জল ত্যাগ করেছ দেখে, আমিও আহার ছেড়েছি, তোমাকে ভেবে ভেবে আমার শরীর শুষ্ক হয়ে গেল, এত দিন, এত আরাধনা যদি দেবতাকে কর্‌তাম,তবে দেবতাও আমার প্রতি প্রসন্ন হতেন, প্রিয়ে! তোমার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? সরলে! আমার মাথা খাও, ভাল করে আমার সঙ্গে কথা কও, আর তোমার এ ভাব পরিত্যাগ কর।

সর। (ক্রন্দন) মহারাজ! আপনি প্রজাপালক, ধর্ম্মের রক্ষক, তবে সতীর প্রতি এত নিগ্রহ কেন? আপনার পায় ধরি আমায় ছেড়ে দিন,বৃথা কেন আমার প্রতি প্রণয়-সম্ভাষণ করে পাপগ্রস্ত হন, সীতার শাপে, দশাননের আয়ুক্ষয় হলো, তাকি আপনি জানেন না?

শম্ভু। আমি যখন আসি, তখনই তুমি এই কথা বলে আমায় জ্বালাতন কর, তোমাকে এত অনুরোধ করেও আমার প্রতি সদয়া কর্‌তে পাল্লেম না, সরলা, তুমি যদি, আর এমন কর, তা হলে তোমার সাক্ষাতেই আত্মহত্যা কর্‌ব। সরলে! আমার যত ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি, সকলই তোমার, আমিও তোমার, এততেও কি সদয়া হবে না?

সর। মহারাজ! আপনার পায় ধরি, আমাকে আর কিছু বল্‌বেন না। আমি শোকে অস্থির হয়েছি, এর পর উত্তেজনা কর্‌লে আমি পাগল হব, জগদীশ্বর আমায় দুঃখিনী করেছেন; জগ-দীশ্বর আমায় অনন্ত শোকসাগরে ভাসিয়েছেন, আর কি আমার জগতে সুখ আছে? (ক্রন্দন) হা প্রাণেশ্বর! তুমি এ সময় কোথায়? দুঃখিনীরে বিপদ হতে উদ্ধার কর এসে।

শম্ভু। সরলা, আমি তোমাকে এত সাধ্যসাধনা কল্লেম, তবু তুমি কাঁদ্‌ছ, আর আমার কথার বাধ্য হচ্ছো না, তুমি জান আমি

ইচ্ছা করলে, এখনই তোমার পিতা মাতার মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারি, তোমারও পারি।

সর। (কাঁদিয়া) মহারাজ, তাও হয়েছে, যখন ছলে বন্ধুর প্রাণ নাশ করেছেন, তখন আমার মুণ্ড চ্ছেদ আর বাকি নাই। আর যখন বলপূর্ব্বক আমায় বাড়ী হতে চুরী করে এনেছেন,তখন পিতা মাতার মুণ্ডও একপ্রকার চ্ছেদ করেছেন, হায়! এই কি রাজার কার্য্য, মহারাজ! ভালচান্ ত আমায় ছেড়ে দিন্। ও ভয়ে আমি কম্পিত নই,আপনার এ সকল ভাল চিহ্ন নয়,এ মহা অধর্ম্ম এক মুহূর্ত্তও সহ্য হবে না, মহারাজ,! আমি যদি সতী হই, আমি যদি পতিপ্রাণা হই, আমার মনোবেদনা অবশ্যই জগদীশ্বর জান্-বেন। এ দুঃখিনীর ক্রন্দনে অবশ্যই তাঁর আসন কম্পিত করবে মহারাজ! এ মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিবেন না।

শম্ভু। (সক্রোধে) কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, ব্যভিচারিণি! তোর বিবাহ আমার সঙ্গে হবে,এ ত বহু কালের কথা,এর মধ্যে অন্যগতা হয়েছিলি? (অসি নিষ্কোসিত করিয়া) এখনি তোরে উচিত শাস্তি দিব, পাপীয়সি, কলঙ্কিনি, পিশাচি!

সর। (ক্রন্দন করিয়া) এ কলঙ্কিনীকে ছেড়ে দিন্।

শম্ভু। শাস্তি না দিয়াই বুঝি ছেড়ে দিব, বল্ এখনও বল্ যদি আমার কথা শুনিস্, তবে তোর এঅপরাধ মার্জ্জনা করব, না হয় এখনই এক আঘাতে দুই খণ্ড করে ফেলব।

সর। (ক্রন্দন) মহারাজ! আপনার পায় ধরি আমাকে কেটে ফেলুন, আমার মুক্তি হোক। ও মা মাগো, তুমি কোথায়? (ক্রন্দন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আয়না—মহাল।

শম্ভুজী আসীন।

শম্ভু। (স্বগত) এত করেত ছুঁড়ীর মন উঠাতে পারিলাম না, যা হোক্, কাল বিশেষ করে দেখা যাবে, কাল ওর এক দিন, কি আমার একদিন। সম্মত না হয় বল প্রয়োগ করব। তবুও যদি বাধ্য না হয়, খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেব। দুশ্চারিণী আমার সঙ্গে এত দূর নিষ্ঠুর ব্যবহার কল্লে, হত-ভাগিনী আজ্ আমায় বড় মনঃপীড়া দিয়াছে, এর উচিত শাস্তি ওকে দিতে হইবে। যা হোক্, এখন মন্ত্রীকে ডেকে কিছু আমোদ প্রমোদ করা যাক্, (উচ্চস্বরে) কে আছিস্ রে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। দাস উপস্থিত।

শম্ভু। মন্ত্রীকে ডেকে আন্।

প্রহ যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান

(নেপথ্যে রুনু রুনু বাদ্য)।

(বিস্মিতভাবে) কেও?

মতিজানের প্রবেশ।

মতি (বিনম্রভাবে) জনাব! বন্দেগী।

শম্ভু। (হাস্য) কি মতিজান্ এসেছ, এস, আজ যে বড় শক্ত ফাঁদ পেতে এসেছ।

মতি। (উচ্চহাস্যে) মহারাজ! ফাঁদ কি ভাল হয়েছে?

শম্ভু। (হাত ধরিয়া বসাইয়া) হাঁ ফাঁদ দিব্য পাতা হয়েছে, শিকারও বেঁধেছে, এখন বাণ ক্ষেপণ কর্‌লেই সর্ব্বনাশ। (হাস্য)

মতি। (সাহ্লাদে) তবে বাণ ছাড়ব্?

শম্ভু। (সহাস্যে) ছাড়।

মতি। (কটাক্ষ পূর্ব্বক নিকটে আসিয়া) তবে এই ছাড়্‌লেম।

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়া।

প্রেম-কুসুম-বাণ ক্ষেপণ করিব।
শ্রবণ জ্ঞান প্রাণ সহজে নাশিব।
অশুচি সুখেরই কোলে, কুবৃত্তি হেম-শৃঙ্খলে,
বাঁধিয়ে রাখিব তোমায় সুখসাগরে ভাসিব।

কলুষার প্রবেশ।

কলু। (স্বগত) মহারাজ ত বোধ হচ্ছে বাড়ীর ভিতর থেকে গলাধাক্কা খেয়ে এসে বাইরে মজা লুট্‌ছেন, আমারও সেই দশা উপস্থিত, যেমন হয়েছেন আমার রাজা, আমিও হয়েছি তাঁর তেম্‌নি মন্ত্রী, যাই, দুইজনে মিলে আজকের রাতটা কাটাইগে। (রাজার নিকট আগমন)

শম্ভু। এস এস কলুষ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কলু। (এক পার্শ্বে বসিয়া) এই আস্‌তে দূতের সঙ্গে পথে দেখা হল।

শম্ভু। (মতির প্রতি) তুমি থাম্‌লে যে?

কলু। হাঁ মতিজান্ হোক্, বেস হচ্ছে।

মতি। (হাস্য) শুধু নিরামিষ হলে ত আর মজা হয় না।

শম্ভু। তাই ত বটে, মতিজান্ আমাদের বড় মজলিসি বাইজী, না হবে কেন?

কলু। (সাহস্যে) মহারাজ! মতিজানের অদৃষ্ট ভাল, মতি-জান, রাজরাজরার কাছ ছাড়া থাকে না, মতিজান কি কম লোক, এতদিন দিল্লীর সম্রাট এর হাত ধরা ছিল, এখন আবার মহারাষ্ট্র সম্রাট——

(তিন জনের উচ্চ হাস্য)

শম্ভু। ঠিক বলেছ কলুষ, (কিঙ্করের প্রতি) আসবাব লয়ে এস।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কলু। মতিজান! হোক।

মতি। (স্বগত) আর একটু অপেক্ষা কর, (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে শাদা চখে মজা হবে কেন।

শম্ভু। বেস বলেছ মতিজান! (কলুষার প্রতি) আর কিছু ভাল করে আমোদ করা যাক্, কি বল হে।

কলু। মহারাজের যেমন অভিরুচি।

সুরাপাত্র এবং অন্যান্য উপকরণ লইয়া দুইজন লোকের প্রবেশ ও যথাস্থানে তাহা রক্ষা করতঃ বহির্দ্দেশে প্রস্থান।

শম্ভু। এই যে আমাদের সব এসে উপস্থিত হলো।

কলু। (এক পাত্র ঢালিয়া) মহারাজ! প্রসাদ করুন।

শম্ভু। (পানান্তে বিকৃত-বদনে) পাত্র লও, ধর।

কলু। (আর এক পাত্র লইয়া) মতিজান!

মতি (সহাস্যে) আপনার আগে হউক।

কলু। (পানান্তে আর এক পাত্র লইয়া) মতি! এই ধর, এখন ত হ'ল।

মতি। (স্বগত) এই বুঝি তোমাদের ধর্ম্ম, (প্রকাশ্যে) দিন্।

শম্ভু। ভাল করে একটি গান কর মতিজান!

মতি। কি আজ্ঞা হয়?

কলু। ছায়ানট গাও।

মতি। যে আজ্ঞা।

রাগিণী ছায়ানট—তাল কাওয়ালী।

আশা কি লভিবে বল সে সুখ রতন।
যাহার লাগিয়ে আমি করি প্রাণপণ।
বল রে আমারে মন, পাব কি সে প্রিয় ধন,
সাগর নগর গিরি, করি অন্বেষণ।
সহিয়ে অশেষ ক্লেশে, আসিলাম এ বিদেশে,
মিলে যদি তবে মম ভাগ্য লক্ষ্য ধন।

শম্ভু ও কলুষা। (একত্রে) আহা, হায়। (হাস্য)

কলু। (আর এক পাত্র ঢালিয়া) মহারাজ!

শম্ভু। (পানান্তে) মতিজানকে আগে দাও। (মতিজানের প্রতি) কেমন?

মতি। (হাস্য) আমার প্রতি এত দয়া।

কলু। (মতিকে এক পাত্র দিয়া) মতি বিবি! আর একটি গাও।

মতি। (পানান্তে) এবার কি আজ্ঞা?

শম্ভু। (সহাস্যে) যা তোমার ইচ্ছা। (নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ)

কলু। (বিস্মিত ভাবে) এত বন্দুকের শব্দ হচ্ছে কেন মহারাজ?

মতি। (ঈষদ্ধাস্যে) না, ও কিছু নয়।

রাগ নট নারায়ণ—তাল কাওয়ালী।

ভাবিলাম আগুনে পড়ি হৃদি দহিল।
বিধি হয়ে অনুকূল, অকূলে দিলেন কূল,
এখন দেখি শীতল সরসী-জলে প্রাণ ডুবিল।
ঐ দেখ সুখের কোলে, আশার মৃণাল দোলে,
নাচিছে তাহার সাথে বিকচ কমল।

শম্ভু। (সহাস্যে) এখন যদি ভ্রমর এসে উড়ে বসে।

মতি। মধু-লোভে অন্ধ হয়ে মর্‌বে (হাস্য)।

কলু। আবার ঐ গীতটি গাও মতিজান!

মতি। (সহাস্যে গীত)

ভাবিলাম আগুনে পড়ি হৃদি দহিল।

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো)

শম্ভু। (বিস্মিত ভাবে) একি এঁ।

(নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো)

শম্ভু। আবারও যে কলুষ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে, মোগোলেরা রাজ্য আক্রমণ করেছে।

কলু। মহারাজ! ঐ দেখুন শিববাটী জ্বলে উঠ্‌ছে।

শম্ভু। এখন কর্ত্তব্য কি, বল দেখি, মান সম্ভ্রম রাজ্য সকলই যে যায়।

মতি। (কৃত্রিমভয়ে) মহারাজ! আমায় রক্ষা করুন, আমি কি কর্‌ব?

শম্ভু। আর প্রাণ থাক্‌তে তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই।

(নেপথ্যে জয় শিব বৈদ্যনাথ হর হর হর)

কলু। মহারাজ! আমাদের সেনাদল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর ভয় নাই। (নেপথ্যে আল্লা আল্লা হো)

শম্ভু। আর ভয় নাই? সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দুর্গের মধ্যে যবন প্রবেশ করেছে, শিববাড়ী জ্বল্‌চে। এখনও তুমি বল্‌ছ ভয় নাই? নরাধম, কুক্কুর, বিশ্বাসঘাতক! এখন তোরে চিনিলাম। এই বুঝি তুই সন্ধি করেছিস্, হা নরাধম! তোর কথায় আমি নির্দ্দোষী বন্ধুকে বিনাশ কল্লেম। তোর কুপরামর্শে পতিপ্রাণা, সরলাকে হরণ করে কত যন্ত্রণা দিলাম, আমার সে পাপের ভোগ কোথায় যাবে?

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত দুম্ দুম্ দুম্)

কলু। (কটি হইতে অসি গ্রহণ) মহারাজ! সাবধান হউন, এই দরজা ভাঙ্গ্‌লো।

শম্ভু। (উন্মত্তের ন্যায় অসি হস্তে দাঁড়াইয়া) যে আস্‌বে তারই শিরচ্ছেদ কর্‌ব।

মতি। (কৃত্রিম খেদে) হায় আমি কি কর্‌ব রে।

(নেপথ্যে—দর্‌ওয়াজা ভাঙ্গ্ ডালা, আল্লা হো আলী আলী)।

শম্ভু। (অসি ঘুরাইয়া দণ্ডায়মান, ও চারি জন শত্রুর প্রবেশ এবং খড়্গাঘাতে নিপাত) কলুষ! আর দেখ কি? রক্ষা নাই, প্রাণ থাক্‌তে যত যবন বধ করে নিতে পার। (আল্লা আল্লা হো শব্দে ছয়জন যবনের প্রবেশ ও যুদ্ধ)।

কলু। (দুইজনকে নিপাত করতঃ অপরের প্রতি) এই বার তোর্ মাথা কাট্‌ব।

শম্ভু। (লম্ফ দিয়া এক যবনের স্কন্ধে আঘাত) রে নরাধম বিশ্বাসঘাতকেরা!! এই বুঝি কাফের আরঙ্গজীবের কাজ?

এক যবনের অসি-আঘাতে কলুষা আহত ভাবে পতিত ও
দুই জন যবন কর্ত্তৃক বন্ধনোদ্যোগ, হঠাৎ উগ্রচণ্ডার
বেশে অসি-হস্তে নির্ম্মলার প্রবেশ।

নির্ম্ম। (অসি আঘাতে দুই জন যবনকে বধকরতঃ ভৈরব নৃত্য) কি আমার সাক্ষাতে প্রাণেশ্বরকে বাঁধবি? (ক্ষণকালের জন্য সকলের স্তম্ভিত ভাব) প্রাণেশ্বর! (কলুষার প্রতি) পাপে তোমায় গ্রাস কর্‌ল, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা কল্লেম, এই আমার শেষ দেখা, এই দেখ, তোমার জন্য এবং দেশের জন্য এই সমর-বাসরে প্রাণ ত্যাগ করব। (অসি ঘূরাইয়া তীরবেগে যবন-সৈন্য ভেদ করিয়া প্রস্থান)

১ম যবন। (শম্ভুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ওস্‌কোভি বাঁধ্।

শম্ভু। (ক্রোধে উহার মুণ্ড চ্ছেদ করতঃ) কি? আমায় বাঁধবি, আয় অগ্রসর হ।

একেবারে বহু যবনের প্রবেশ, আঘাতে শম্ভুর মূর্চ্ছা এবং যবন কর্ত্তৃক বন্ধন।

তৃতীয় দৃশ্য।

নির্জ্জন কানন।

সর। (কপোলে কর বিন্যস্ত করিয়া স্বগত) পাপের পরাজয় চিরকালই, আজ কেন? শম্ভু শিবতুল্য শিবজীর পুত্র, মহারাষ্ট্র কুলের গর্ব্ব, তাঁর আজ অধঃপতন!! পাপেই সর্ব্বনাশ ঘটালে। নরাধম না কল্লে কি, বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রাণেশ্বরকে ছলনা করে বধ কল্লে, (ক্রন্দন) আমাকেও বধ কল্লে, উঃ কি কুপ্রবৃত্তি, কি

নীচাশয়তা, সতীর প্রতি অত্যাচার ও কুদৃষ্টি !!! দেখ্‌লেম্‌ এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে, আমারই অভিশাপানলে কুলাঙ্গার সরাজ্যে ধ্বংস হলো, যবনের পদে দলিত হলো, আজ যদি আমার বন্ধু থাক্‌তেন, তা হলে কি এ দুর্ঘটনা ঘট্‌তো। হা নরাধম কলুষা! তুই না ব্রাহ্মণ, তুই না ধার্ম্মিক, এই বুঝি তোর কাজ্‌? (ক্রন্দন) হায় হায়, আজ্‌ প্রাণেশ্বর তুমি কোথায়? আমি ব্যাধের জাল্‌ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কত কষ্টে এই ভয়ানক জঙ্গলে লুকিয়েছি, এখন আমায় কে রক্ষা করে। আমার জীবনের সাধ কিছু মাত্র নাই, তবে এক পাপের হাত থেকে পাছে আর এক পাপের হাতে পড়ি, সেই ভয়ে কণ্টকের আঁচড়ে শরীর ছিন্ন ভিন্ন করেও পালিয়ে এসেছি। হায় রে, এখনও আমার প্রাণ আছে, আমি অতি পাষাণহৃদয়, না হলে এতদিন পর্য্যন্তও প্রাণকান্তের অনুসর না করে জীবিত আছি। ধিক্‌ এ ছার জীবনে! বাবা, তুমিও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলে, ছিঃ, এত অর্থপতি হয়েও অর্থলোভে, ছিঃ ছিঃ দুরাচারের প্রলোভনে তোমার এইকাজ? আর তোমারও মুখাবলোকন করব না, আজ জানলেম জগতে আমার আর কেউ নাই। মাকেও আর দেখ্‌ব না, তিনি আমার নাথের অনুসরণ কর্ত্তে বাধা জন্মাবেন। তাঁর রোদনে আমায় আরো ব্যাকুল কর্ব্বে, নির্জ্জনে নীরার স্রোতে এ শরীর ভাসাব।

নেপথ্যে কোলাহল ও দুই জন সৈনিকের প্রবেশ এবং
সরলার বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হওন।

১ম সৈনি। ভাই রক্ষা পেলেম, কিন্তু দুরাচার যবন এখন এখানে না আস্‌লে হয়।

২য় সৈনি। আমার প্রাণের জন্য কোন ভয় নাই, এ সামান্য জীবন গেলেই বা কি আর থাক্‌লিই বা কি, দেশ ত আর রক্ষা

কর্ত্তে পাল্লেম না, রাজা ও গেল, রাজ্য ও গেল, বল্ দেখি ভাই, আর কোন্ সুখে প্রাণ ধারণ করব? যে যবনকে কুক্কুরের চেয়েও অধিক ঘৃণা কর্ত্তেম, এখন তাদেরই দাস হয়ে থাক্‌তে হবে। (মাথায় হাত দিয়া উপবেশন)

১ম সৈনি। তা অমন পাপীর রাজ্য যাবে বৈ কি, যার ধর্ম্ম ছিল না, কর্ম্ম ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, তার আবার রাজ্য থাকে কিসে? দেখ, শম্ভুজী, মহারাজ রাজা রামজীকে এখনও কারাগারে পচাচ্ছে, তাঁর মাকে বধ কল্লে, আবার কলুষার পরামর্শে বন্ধুকে মেরে ফেল্লে, এদিকে, বাই খেমটা নে আমোদ, ওদিকে, শত্রুতে দুর্গ পরিপূর্ণ হলো, তবু যার চৈতন্য নাই, তার দেশে কেন না এমন হবে। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন পোযাক ছাড়, এই জঙ্গলে, লুকিয়ে রেখে যাই, এ বেশে গেলে যবনেরা মার্‌বে, একবার কাটুরের বেশে বেরুতে পারি কি না দেখি, (অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া) যাক্, এতে এখন আর আমাদের কাজ কি? (অঙ্গের বস্ত্র খুলিতে খুলিতে) অল্পের জন্য প্রাণটা যায় নাই।

২য় সৈনি। (বস্ত্র খুলিতে খুলিতে) মহাদেব, এ কি হলো, রাজা হারালেম, রাজ্য গেল, পরাধীন হতে হলো! তবে মিছে এ জীবন ভার বহন কর্‌ব, জননী কি আমাদিগকে এই ভীরুর ন্যায় মরিবার জন্য প্রসব করেছিলেন? (ক্রন্দন) ভাই, কি করি এখন, এই কি বীরোচিত ধর্ম্ম। চল না হয়, বীরের মতই মরিগে, তথাপি অধীনতা-শৃঙ্খল ভার বহন কর্‌ব না, ভাই ভয় কি? আমাদিগকে কার সাধ্য বন্দী কর্‌বে, আগে যত পারি যবন বধ কর্‌ব, পরে বীরের মত শরীর ত্যাগ কর্‌ব।

১ম সৈনি। (মুখভঙ্গী করিয়া) যাও তুমি করগে, বীরপনা দেখা গিয়াছে। তোমার ইচ্ছে যায় মরগে, আমি কেন মর্‌তে

ব রে। দেশ, দেশ, দেশ, ওঁর নাজা নাজা নাজা, কচু পোড়া খাও, ছাড়্ শীগ্গির কাপড় ছাড়্, এখন কোন্ পথে পালাবি তাই ভ্যাখ্। (বস্ত্র অৰ্দ্ধেক পরিত্যাগ)

২য় সৈনি। (স্বগত) বন্ধু যা বলেছিলেন, তাই হলো, তিনি বলেছিলেন, আরঙজীবে বিশ্বাস কি, সে সন্ধিবন্ধনও সহজে ছিঁড়্তে পারে। তাই ত হলো, হায়, যদি দুই দণ্ড আগেও জান্তেম, যবনেরা আক্রমণ করবে, তা হলেও হত্তো, নরাধমেরা চোরের মত এই সর্ব্বনাশ——————

১ম সৈনি। (গায় ধাক্কা দিয়া) আরে কচু পোড়া খেলে, ভাব্ছিস কি, যাবি ত—(নেপথ্যে দামামা, এবং এক জনের চীৎকার রবে "পাদসা আরঙজীর এদেশ জয় করেছেন। শম্ভুজী বন্দী হয়েছে, এখন তোমরা দিল্লীর প্রজা, যে অস্বীকার করিবে, তাহার মুণ্ডপাত হইবে। আর যে যে মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ কর্বে, তাহাকে চিরকালের জন্য জাইগীর এবং হুজুর বরাবরের খেলাৎ মিল্বে।")

২য় সৈনি। (পুনর্ব্বার বস্ত্র পরিয়া ও তরবারি লইয়া), ভাই চল্লেম, এর পর কি মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে হবে? না, এ হৃদয় এখন যবনের গর্ব্ব সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না, মহারাষ্ট্র যবনে অধিকার করিল, এ কথা এ কর্ণ যেন আর মুহূর্ত্তের জন্যও না শুনে, আমি মহাবীর শিবজীর সময়ের লোক, আরও যদি কিছু না জানি বীরেরা কেমন করে প্রাণ পরিত্যাগ করে থাকে, তা আমি বিশেষরূপ জানি। শিবজী একদিন আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন যে, প্রাণ যাক্ আর থাকুক্ বিধর্ম্মী যবন যত বধ করিতে পার, এই শেষ সময়ে, মহারাষ্ট্র-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই উপদেশ পালন করে জীবন পরিত্যাগ করি। যাই, যে বেটা যবন পাপ মুখে আমাদের হৃদয়ের উপর দাঁড়িয়ে

ঘোষণা দিচ্ছে, আগে ওর মথাটাই কাটি। আর সহ্যকরতে পারি – না, দেশের কাছে এ সামান্য জীবন. কোন্ ছার (বেগে গমনোদ্যোগ ও ১ম সৈনিক কর্ত্তৃক ধৃত, এবং বল পূর্ব্বক ছাড়াইয়া অসি ঘুরাইয়া ও সিংহনাদ করিয়া প্রস্থান।)

১ম সৈনি। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) সর্ব্বনাশ, মরিতেও ভয় নাই রে। আমি এখন কি করি, এ দেশ কেন, পৃথিবী শুদ্ধ যবনেরা নিলেও ত আমার প্রাণ দিতে পার্ব্ব না, আপ্নার কাছে কিছুই নয়। (নেপথ্যে কোলাহল) না প্রাণটাই বুঝি গেল, (অসি মৃত্তিকাভ্যন্তরে রাখিতে রাখিতে) খড়্গ! তুমি এখানে অন্তর্হিত হও, এখন তুমি আমার এক মহাশত্রু, (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) কাপড় গুলো এই ত ছাড়্লেম, এ উৎপাত আবার কোথায় থুই, (কপ্নি পরিধান করতঃ সমস্ত বস্ত্র একত্র করিয়া) কাপড় নে এখন কি করি, নদীর পারে হলে ফেলে রাখ্তুম, লোকে ভাব্তো মড়ার কাপড়, (কাপড়ের পোঁট্লা দূরে নিক্ষেপ) যা, দূর হোক্, (একবার আপনার শরীর দেখিয়া) বেস্ হয়েছে, এখন এক বোঝা কাঠ নে বন্ থেকে বেরুলেই প্রাণটা রক্ষা পায় (কাষ্ঠ এক বোঝা মাথায় করিয়া) এই হয়েছে, এখন বেরুতে পাল্লেই বাঁচি (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) উঁহু, এ পথে যাব না, লোকের বড় গোল (অন্য দিকে গমনোদ্যোগ) না, বড় বিপদ, পা যে সরে না, বুক্ দুড় দুড় কচ্ছে, এদিকে শরীরেও বল নাই, কাল্ রাত গেছে, আজ দিনও যায়, প্রায় সন্ধ্যা, কিছু আহার করি নাই। (নেপথ্যে দক্ষিণদিকে কোলাহল) বাপ্রে বাপ্রে মলেম, যবন বেটারা গর্জ্জে আস্ছে, আর বিলম্ব করা নয়, মরি আর বাঁচি এখনই যাই (কাষ্ঠের বোঝা সহ কাঁপিতে কাঁপিতে বাম দিকে বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর দরবার।

আরঙ্গজীব এবং তদীয় মন্ত্রী।

আর। (প্রতিহারীর প্রতি) দেলখোস্‌কে লয়ে এস।

প্রতি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

আর। সহাস্য)

আহা কি সুখের দিন আজি মম,
শম্ভুরূপী সিংহ আমারি দ্বারেতে
নিষ্পেষিত, মহাদর্প চূর্ণ তার
হইয়াছে এবে, ঈশ্বরের কিবা
অপার করুণা, নতুবা কেমনে
সঙ্কট কাটি, কঙ্কণ গ্রাসিলাম
আমি, মহাদর্পে বান্ধিলাম সুখে
তার অধীশ্বরে, এখন কে রোধে
বধিতে তাহারে? মম চির-শত্রু,
মম মুষ্টি মধ্যে তাহার জীবন,
পারি তারে এখনি নাশিতে, এই
দণ্ডে বিলাইতে তাহার রমণী

দিল্লীর ভিক্ষুকে, অথবা জ্বলন্ত
আগুনে ছার্ খার্ করি দহিতে
সমূলে সবংশে সয়তান বল,
কিন্তু আর এক সু-আশা আমার
অন্তরে জাগিছে, রাখিব আমার
সুকীর্ত্তি-ধ্বজা, ইতিহাস জগতে
ঘুষিবে অনন্ত কাল সুসভ্য সমাজে,
ভক্তি-মিশ্রভয়ে উচ্চারিবে মম
নাম, আতঙ্কে শিহরিবে স্মরিয়ে
আমার শক্তি সবে, বা আমারই
আদর্শে কেহ, উৎসাহে যুঝিবে
বিপক্ষ-সমরে, কত ভাবী রাজ-
গণ নাশিবে আপন প্রজা, রাজ্য,
শিখিয়া আমার নীতির আশ্চর্য্য
কৌশল, দেখ মন্ত্রী, এবে আমিই
বুদ্ধিমান, আমিই একাকী বলে
নিখিলের নাথ, কলে সকলের
নেতা, দেখ কৌশলেতে বান্ধিলাম
দুরন্ত পিতারে বেগে উৎপাটি
তাহার নয়ন, কুবুদ্ধি সুজারে
দেখ কেমনে ডুবাইলাম, তরী
উলটিয়ে তার অগাধ সলিলে ;
মরিল সবংশে কাফের কুমতি।

আবার দুরাশার লোভনে পড়ি
পাছে কুমার মামুদ, কুচক্রেতে
কাড়ি লয় দিল্লী-সিংহাসন, কারা-
বাসে রেখে পাছে কৌশলে আমায়,
যেমতি পিতারে আমি রাখিয়াছি
করি বৃদ্ধে কত বিড়ম্বনা, দেখ
সেই ভয়ে কি কৌশলে পাঠিয়েছি এ
মোর দুরন্ত কুমারে দূর দেশে
তারে বিনাদেশে কভু নাহি দেই
আসিতে রাজ-দরবারে, মন্ত্রণা
জালেতে জড়ি ঘূরিছে অনিবার।
আর দেখ কি ছলে পাঠায়ে দূতী
ফাঁদ পাতি ধরিলাম অনায়াসে
কলুষ দুরন্ত শম্ভুরে, দেখ
দুর্গতি তাহার, কাফেরে আনিব
আজি পবিত্র আলোকে, নিষ্কণ্টক
করিব মহারাষ্ট্র, স্থাপিয়া তাহারে
পুনঃ নিজ-সিংহাসনে, উড়াইব
যশের নিশান, দিগন্ত প্রসারি
করি তর্ তর্—কি বল হে?

মন্ত্রী। বটেই ত, জনাব!

দেলখোসের প্রবেশ।

আর। (সহাস্যে) দেলখোস! তুমি কি নামে সেখানে পরিচয় দিয়েছিলে?

দেল। জনাব! 'মস্তিজান' বলে।

আর। কেমন ছিলে কয় দিন?

দেল। বড় আদরেই ছিলাম।

আর। আদরে ছিলে বলেই ত উপকারীরে এত যত্নে সঙ্গে এনেছ। (হাস্য)

দেল। হুজুরের তক্ত ঈশ্বর বজায় রাখুন, জনাবের্ কৃপায় সকলেই কর্‌তে পারি।

আর। এত যত্নে ছিলে, তাঁর নেমক্ খেয়েছ, তবু কি তাঁর প্রতি তোমার দয়া হয় নাই? তোমার মন কি তাঁর জন্য এখন একটুও বিচলিত হয় না? তোমার হৃদয় কেমন?

দেল। আমার কি আর সে হৃদয় এখনও আছে?

নারীর ঐশ্বর্য্য দয়া সতীত্ব রতন।
আছে কি সে সব বল আমার এখন।
অসময়ে উপহার দিয়েছি তোমার।
এখন হৃদয় মম কঠিনতাময়।

আর। (ঈষদ্ধাস্যে) বটে।

বাহক কর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ শম্ভুজীকে আনয়ন,
সঙ্গে চারিজন অস্ত্রধারী রক্ষক।

আর। জীবন্ত ব্যাঘ্র ধরে আনুছে, উঃ।

দেল। (প্রস্থানোদ্যত) বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে, যাই।

আর। না, তা হবে না, দাঁড়াও, তামাসা দেখ।

(পিঞ্জর বাদসাহের সম্মুখে কিছু দূরে সংস্থাপন)

দেল। (একপার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া) অহো হো।

আর। (শম্ভুর প্রতি ব্যঙ্গস্বরে) মহারাজ! ও গো শিব্‌জীর সুসন্তান! (দেলকে দেখাইয়া) একে চিন্তে পারেন কি?

শম্ভু। (সক্রোধে) ও দিল্লীর পিশাচ-দলপতির মা।

আর। কি, এখনও কি হৃদয়ে ভয় হচ্ছে না! এখনও কি মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে বসে কথা বল্‌ছেন্‌?

শম্ভু। (দন্ত কড়মড় করিয়া) কার ভয় কর্‌ব রে নরাধম! মহারাষ্ট্রের হৃদয়ে ঈশ্বর ভয়ের চিত্র রাখিবার স্থান্‌ রাখেন নাই।

আর। কাফের! সাবধান হয়ে কথা বল, নতুবা তোমার জিহ্বা তীক্ষ্ণাস্ত্রে এখনই কেটে ফেল্‌ব।

শম্ভু। (বিকট হাস্যে) ও ভয়ে আমার শরীর কুণ্ঠিত নয়, হস্তপদবদ্ধ এবং জালে জড়িত সিংহও গর্দ্দভের পদাঘাত সহ্য করে থাকে।

আর। (সক্রোধে) জীবনে সাধ থাকৃলে, বুদ্ধিমান লোকের এরূপ করা উচিত নয়, কেন আপনার মৃত্যু আপনি আহ্বান করৃছ। দেখ, এখন তোমার যেরূপ অবস্থা, আমি ইচ্ছা কর্‌লেই তোমার জীবন-দণ্ড কর্ত্তে পারি।

শম্ভু। (সক্রোধে) তোর মত লোকেই প্রতি দণ্ডে জীবনের ভয় করুক, যে জীবনের ভয়ে প্রাণাধিক সহোদরের প্রাণবধ কর্ত্তে পারে, বৃদ্ধ পিতার দুর্দ্দশা করে কারাগারে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারে, ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে সহোদরার সতীত্ব হরণ কর্ত্তে পারে, সে সকলই পারে, সে সন্ধিবন্ধনও ছিন্ন কর্ত্তে পারে, এবং আপনার মাকেও দূতী স্বরূপ শত্রুর গৃহে পাঠিয়ে শত্রুর সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে।

আর। সয়তান! তোমার যম নিকটবর্ত্তী। কিন্তু তোমাকে এখনও ক্ষমা কর্‌তে পারি। যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে এখনই তোমাকে মুক্ত করে আপন রাজ্য দান কর্‌ব। তুমি দিল্লীর আশ্রিত হয়ে থাকবে।

শম্ভু। কি বল্লি রে নরাধম, কুক্কুর নরকের দূত! তোর ধর্ম্ম

গ্রহণ করব, আমি তোর যুক্তি-হীন অধর্ম্মময় কোরাণে প্রস্রাব করি।

আর। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) তো বা, তো বা, (অস্ত্রধারীর প্রতি) এই কাফেরকে এখনই আমার সাক্ষাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে প্রাণ বধ কর?

(চারিদিক্ হইতে পিঞ্জরের মধ্যে বড়শার আঘাত)।

শম্ভু। (বেদনামিশ্র ভক্তিস্বরে) হে শিব, হে শম্ভু, হে কৃপাময়! মম দুষ্কৃতি হর, হে ব্রহ্মা, হে সর্ব্বেশ্বর, পাপী-জন কলুষ-নিবারং দেহি তব সকরুণ পদাশ্রয়ং ত্রিপুরারি ভকতবৎসল!

(ক্রমে ক্ষীণ স্বরে ছট্‌ফট করিয়া মৃত্যু)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আরঙ্গজীবের বিশ্রাম-গৃহ।

আর। (স্বগত) সন্দেহই আমার প্রধান মন্ত্রী, এ পর্য্যন্ত যত বাধা বিঘ্ন কাটালেম সমস্তই সন্দেহের জন্য, আমার যখনই একটী বিপদ উপস্থিত হয়, অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটী সন্দেহের ছায়া এসে নাচিতে থাকে। এখন আর এক নূতন সন্দেহে আমার হৃদয় উদ্বেল হচ্ছে। ইহা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়ই বটে। হারুনআলরসীদ বলে গিয়াছেন, স্ত্রী জাতির প্রতি বিশ্বাস বুদ্ধিমান পুরুষেরা কখনও করেন না। অতএব দেলখোসের প্রতি আমার কোনক্রমে বিশ্বাস করা উচিত নয়। স্ত্রী জাতির প্রতি বিশ্বাস কি? বিশেষতঃ সে আমার পরামর্শে শম্ভুজীর যেমন

সর্ব্বনাশ করলে, আর কোন ব্যক্তির প্রলোভনে আমার প্রতিও ত ঐরূপ ব্যবহার করতে পারে, অতএব উহার বিনাশ সাধনই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তাই বা কি করে হয়, স্ত্রীলোক বধ করাও ত বীরের ধর্ম্ম নয়, যাহোক, রাজ্যের কণ্টক পরিষ্কার করতে হলে, তাও কর্ত্তব্য। পাপিনীরে স্বহস্তে গোপনে বধ করব, যাতে আর জন প্রাণী মাত্রও এ কথা জানতে না পারে। যাই এখন কোন রকম করে দুশ্চারিণীকে এই স্থানে লয়ে আসি।

[বহির্দ্দেশে প্রস্থান।

ক্ষণকাল পরে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা
দেলখোসের প্রবেশ।

দেল। আজ আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। আজ আমি বাদসাহের গৃহিণী হলেম, নরনাথ আজ প্রসন্ন বদনে আমায় সজ্জিত হয়ে তাঁর বিশ্রাম-গৃহে আসতে বল্লেন, আমার মনে পড়ে এক দিন বেগম সাহেব বাদসাহের কত পায় ধরে অনুনয় বিনয় করেও তাঁহার এই নিভৃত কক্ষে আসতে পারেন নাই। যে সুখময় স্থানে অপ্সরাও অধিকার পায় না, আজ আমি সেই খানে বিরাজ করছি। (স্বর্ণমণ্ডিত খট্টায় উপবেশন) আহা, আজ আমি সশরীরে স্বর্গে গেলেম, শরীর জুড়াল, আহা এ কি আমার সুখ স্বপ্ন!! আজ আমার মনে যত সুখ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেও এত সুখের স্থান হয় না,———(নেপথ্যে পদশব্দ) এই বুঝি বাদসাহ আসছেন, আসুন, এখন ওঁকে আজ কি ভাবে সম্ভাষণ করব, তাই ভাবি (একবার মুকুরে মুখ দেখিয়া) একটি পান খাই, তবে ওষ্ঠ দুখানি সুন্দর লাল হবে এখন। (তাম্বুল-করঙ্ক হইতে তাম্বুল লইয়া) আহা কি সুগন্ধময়——

অসি-হস্তে আরঙ্গজীবের প্রবেশ।

আর। (দ্বার রুদ্ধ করিয়া) আয় পিশাচি! উপযুক্ত ফল ভোগ কর। (অসি উত্তোলন এবং দেলখোসের মূর্চ্ছা ও পতন) এ কি ভয়েই কি মরিয়া যাবে!!

দেল। (চৈতন্যপ্রাপ্তি ও আরঙ্গজীবের পদে পড়িয়া) নরনাথ! দাসীর অপরাধ কি? আমায় বধ করবেন না, (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমায় রক্ষা করুন।

আর। তুই পাপিনী, আবার কবে আমার সর্ব্বনাশ করবি, চুপ্ কর, নহিলে এখনি তোরে বধ করব।

দেল। প্রভু আশা দে কেউ এমন নিরাশ করে না।

আর। (ক্রোধে জ্বলিয়া) কি বলিস্ বান্দি! তোর মুখে এত বড় কথা! (আবার খড়্গোত্তোলন) পা ছেড়ে দে।

দেল। নরনাথ! এ পদ আমি ছাড়ব না, আমি এ পর্য্যন্ত যত পাপ করেছি, সকলই এই পদের আশায়, যদি মরি, আমি এই চরণ বক্ষে ধারণ করে মরব, (উচ্চস্বরে ক্রন্দন)

আর। পাপিনী, তোর এ বাগ্‌জালে এ পাষাণ-হৃদয় গলিবার নয়, এই তোর সমুচিত ফল ভোগ কর, এবং আমিও নিশ্চিন্ত হই। (খড়্গাঘাত)

দেল। ধর্ম্ম! সকল পাপেরই শাস্তি আছে। (মৃত্যু)

(আকাশে গভীর মেঘ-গর্জ্জন)

শেষ দৃশ্য।

রজনী।

গিরিতল-বাহিনী ক্ষুদ্র তটিনী।

সরলা উপবিষ্টা।

সর। নাথ! এস, দেখ এসে তোমার প্রাণের সরলা আজ্ স্রোতে ডুবে মরে। আমি অধীর হয়েছি, আর কত কাল এ দুঃখ-পূর্ণ হৃদয়-ভার বহন করব, এই আমার সুসময় উপস্থিত হয়েছে। এখনই ডুবে মরি, সকল তাপ এ গিরিতল-প্রবাহিনীর স্নিগ্ধ সলিলে জুড়াক্, হায়! নির্ম্মলা দিদি বলেছিল, কৌতুক করে বলেছিল, "তুই যে বন্ধুর ছবি চিত্র করেছিস্ এ পাপে অগাধ জলে ডুবে মর্বি" সেই নির্ম্মলা দিদির কথাই কি ঠিক্ হলো? হায়, পবিত্র প্রণয়ের কি এই পুরস্কার? বিধির কি এই বিধান? (নেপথ্যে মধুর অব্যক্ত স্বর) আহা! কে এমন মধুর স্বর-লহরীতে দিক বিভাসিত কর্ছে, এ পোড়া কঙ্কণে এত সুখ আজ কার, যে অবধি রাজ্য মোগলের হাতে গিয়াছে, সেই দিন থেকে চারি দিক্ হতে অবিশ্রান্ত ক্রন্দন-ধ্বনি শুন্ছি (স্বর ক্রমে নিকটে অনুভব) স্বর যে ক্রমেই নিকটে বোধ হচ্ছে (আরও নিকটে অনুভব) ওঃ, এ যে একেবারে নিকটে, এ গভীর রাত্রে কেই বা আনন্দে গান কর্ত্তে কর্ত্তে আস্ছে। (নেপথ্যে গীত)

কুসুম-নিগড় ছিড়ল, বেদনায় হৃদি দহল,
আশা-তরু শুকায়ল রে।
সুরয ডুবল, বিভাবরী আওল,
চন্দ্রমা না বিকাশল রে,

কমল আঁখ মুদল, কুমুদ সুখে মাতল,
তবু নাহি পাওল বল্লভ রে।
ভাবি ভাবি লুটায়ল, শির কত কুটায়ল,
সুখ আকাশ-কুসুম ভেল রে।

(ব্যস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া) আহা কি মধুময় স্বর।

গান করিতে করিতে কতকগুলি ফুল ও মাল্য সহ পাগলিনীর প্রবেশ।

ওমা একি, পাগল না কি, ঈশ্বর আমাকে পাগল কর্লেন না কেন? আহা, পাগলের সর্ব্বদাই আনন্দ, না জানে সুখ, না জানে অসুখ। আমি পালাব, না সাহস করে দাঁড়িয়ে থাকি, ও এসে আমায় বধ করুক।

পাগ। (তটিনী-তীরে দাঁড়াইয়া গীত)

চল কল্লোলিনি! কল কল কলে,
ধর মম মালা, পর তব গলে,

(জলে মাল্য দান)

আনন্দে নাচিয়া উছলিত বেগে
যাওলো সজনি! সাগরের কোলে।

(এক বার ঘুরিয়া নৃত্য)

তুমি ত সুখিনী এ বিপুল ভবে
সুখেতে মগনা পতি-কোলে হবে,
দেখি, যাও প্রিয়ে আনন্দ উছলে।

(ঘুরিয়া নৃত্য)

দাঁড়াও দাঁড়াও সখি! লও দুটী ফুল,
কানেতে পরিবে যদি কুসুমের দুল,

ধর্ দিদি উন্মাদিনী অটলের ফুল,

(জলে ফুল দান)

অটল সুখেতে থেক অম্বুরাশি কোলে ॥

সর। (দৌড়াইয়া পাগলিনীর গলা ধরিয়া) বুঝেছি বুঝেছি, নির্ম্মলা দিদি, তুই পাগল হয়েছিস্, দিদি, তোরই প্রেম সুগাঢ়, তুই শোকে দুঃখে পাগল হয়েছিস্, দিদি, তোরই প্রেম পবিত্র, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে তোরে শোক দুঃখ হতে মুক্ত করেছেন, তুই ছিলি আনন্দময়ী, হয়েছিসও আনন্দময়ী, ও দিদি, আমায় তোর সাথি কর, আমার হৃদয় জুড়ুক্, আমি বাঁচিনে—

পাগ। (এক দৃষ্টে সরলার মুখ পানে চাহিয়া ঊর্দ্ধ হস্তে গীত)

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

প্রেমানন হের রে তাঁহার।
অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্যোতি নাহি উপমা তাঁর ॥
(স্মরিলে) রহে না শোক, রহে না তাপ,
রহে না হৃদয়-ভার, সকল সুখে মাতি যাই
যখন থাকি সাথে তাঁর ॥
না রহে সংসার-জ্বালা, তিনি সুখের-সিন্ধু,
সকল সময় বন্ধু তিনিই গতি অগতির ॥
এ তাঁহারই প্রাণ আসে যদি কাজে তাঁর,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান।

(কড়্ কড়্ শব্দে হঠাৎ বজ্রপাত ও উভয়ের নদীর স্রোতে পতন।)

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

THE WEEK IN THE C

A SHORT RECORD OF THE MORE IMPORTANT D
AT THE CORPORATION MEETINGS FOR THE WE

Public Health Standing Committee

We should have announced long before this that following upon the death of Dr. J. N. Maitra, Dr. K. S. Ray, Deputy Chairman of the Public Health Standing Committee, was elected its Chairman, while Kabiraj Satya Brata Sen took Dr. Ray's place.

The Education Officer

The Education Officer of the Corporation, Mr K. P. Chattopadhyaya was deputed by the Corporation at their meeting on Wednesday to attend the annual session of the All-India Education Conference at Nagpur during the Christmas week.

For The "Methars"

One of the recommendations of the Harijan Special Committee for facilitating the work of the city's scavengers and the *methars* was adopted by the Corporation at their meetieng on Monday last, when it was decided to replace the present system of carrying night-soil pails on the head or on the shoulder in favour of hand-carts. The meeting directed that seven hand-carts, in accordance with the design prepared by Mr. Satish Chandra Das Gupta, President of the Harijan Special Committee, be purchased from the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited at a cost of Rs. 30 each as an

course,
be pub
after th
finish i
days ar
press
reporte
Chairm
to enlig
was no
been p
side pu
dations
ed the
tions, i
quite a
Commi
past.—
Deputy
present
authori
to auth
mendat
mittees
by the
draft r
mittee.
publish

b Local
ins and
ul acti-
ying on
ems of
of civic
ly asso-
lic offi-
rnment
thering
d the
Local
b Self-
ne con-
y this
tral or-
District
dies as
vorking
n the

o train
prac-
to pro-
l with
y on
rmation
es; (d)
rnment
s; (e)
bodies
es, and
ommon
Local
uch re-
ficiency

success.
l it by
in the

ago he was promoted to be the Chief Valuer and Surveyor on increased emoluments.

Mr. Bhattacharya rose from very humble beginnings to a position of responsibility and trust by merit and hard work. He was unostentatious to a degree and universally popular.

He leaves behind him besides his widow, five sons and five daughters, mostly minor. We offer our sincerest condolences to the bereaved family.

Grievances Of Corporation Menials

FOR some days past, about a couple of hundred menial employees of the Corporation, have been daily gathering in the Market Square, facing the Central Municipal Office. There they come in a procession and hold a meeting and a demonstration, demanding, among other things, "permanent service, provident fund and gratuity, 15 days' casual leave and a month's sick leave in a year, free quarters, uniforms, compensation for accidents, free medical aid, abolition of bribery and corruption." They ask further for "minimum wage of Rs. 30 and maximum of Rs. 500 for *all* employees."

They stated, on Wednesday, that if the Corporation authorities did not consider their grievances favourably before December 20, they would take "direct action."

A leaflet circulated in the meetings says: "There will be no light and water available some day after December 20. All citizens take note."

—The Week In The Corporation

[*Continued from page* 196 (*b*)]

of expenditure might be scrutinized by the Finance Committee.—Mr. Santosh Kumar Basu pointed out that this was a budgetted item of expenditure and

Local Self-Government Institute, Pu

We have already referred to the Pı
Self-Government Institute in these c
should like to draw attention to its very
vities at greater length. Institutes for
research and investigation into the p
local administration are a common feat
life in the West. These institutes are u
ciations of citizens for co-operating with
cials in the scientific study of local
with a view to promoting efficiency an
information. Modelled on these line
example of Bombay, which established
Self-Government Institute in 1926, the P
Government Institute came into being
ference of local bodies in the Punjab
year. It now constitutes a permanent
ganisation of Municipal Committee
Boards, Town Committees and other loc
well as public institutions and individu
in the field of Local Self-Governme
Punjab.

Its aims and objects are:—(a
the people in the principles
tice of Local Self-Government;
mote the study of problems con
Local Self-Government and to
research; (c) to act as a centre of
and advice for Local Self-Government
to strengthen and improve Local Self-
institutions by co-operation and other
to organise periodical conferences of l
for exchange of ideas, pooling their expe
making combined efforts to solve the
difficulties; (f) to represent the opinio
Self-Government bodies in cases in whi
presentation is desirable; (g) to promc
of administration of the local bodies.

The Institute has already achieved g
and the Punjab Government has reco
permitting local bodies to train their

RPORATION

ONS OF AND DISCUSSIONS
NDING DECEMBER 20, 1935

as not intended that the whole report
l. He explained that it was found
t meeting that the Committee could not
ours on this side of the Christmas holi-
there had been many comments in the
also in other quarters about the
activity of this Committee, he, as
of the Committee, took it upon himself
the outside public that the Committee
lly inactive and that a draft report had
ed. What he wished was that the out-
should know the gist of the recommen-
e Committee. If he had not authoris-
cation of the gist of the recommenda-
ht have found its way to the press in
r manner and in fact draft reports of
had found their way to the press in the
. C. Gupta: Very unfortunate.—The
or said that so far as publication in the
nce was concerned, it was quite in an
anner because he took it upon himself
the publication of the gist of the recom-
of the Committee. Proceedings of Com-
ed the Deputy Mayor, could be obtained
on payment of a certain price, and the
was part of the agenda of the Com-
regards the alleged inaccuracies in the
port he might say that he did not

Resign

me Step"

[addressed to the Mayor of withdrawal from the Special 9th December.]

rnments, this meeting was finally held December 13, at 5 p.m.

acrimonious discussions, the Mayor ormal conference of a dozen Council-ermen, representing various groups, to n agreed solution of the pro-r prolonged discussion it was Khan Bahadur M. A. Momin would olution seeking to fix a percentage and . B. K. Basu would move an amend-ference of the matter to a small com-en Aldermen and Councillors. It was all causes of friction and controversy to exist, and that the amendment of ould be accepted by the House quietly much comment.

e matter came up before the meeting, gs were marked by disorderly scenes. epeated appeals from the Mayor, mem- indulge in personal attacks and recri-d some of the members treated the dings with levity, derision and con-as evident that most of the members esent were in no mood to take things d some even attempted to stultify the suggesting wild amendments. The bers present in the meeting left the protest and the amendment of Mr. B. as passed in a House from which all members had already retired.

slem members of the Corporation feel

mises beckoning forward to progress an
ment. They are cold, matter-of-fact a
certain limits) efficient. But they are a
The "City Fathers" is not merely an em
Many of the Town Councillors have give
service to their Councils and are deserve
respect in their cities. Some well-kn
who have played a very prominent part
and Imperial politics, won their first
and acquired their great influence with
in municipal government. A remarkabl
is that of the late Mr. Joseph Chamberla
Chamberlain family in Birmingham ger

FUNCTIONS.

The functions of the Municipal Co
be classed under six heads:

(1) Under Public Health and Sani
come drainage, sewage and sewage di
moval of rubbish, prevention of nuisan
tion of offensive trades, inspection of f
for sale, regulation of slaughter-houses a
hospitals and regulations about infectio
provision of parks and open spaces, w
and a number of miscellaneous matter
on increasing every year. To the ad
of compulsory elementary education a
certain duties connected with school 1
vices. Perhaps public baths, play-gr
burial grounds may also come under th
Public Health and Sanitation.

(2) Under Public Safety will come
and protection from fire generally; th
formed by Watch Committees, which are
the Town Council but which hav
authority; and other matters of a cog
The Watch Committee not only looks
Town Police, but exercises vigilance o
traffic and matters relating to public

at public bodies give better treatment to
loyees as they are under public control,
otes of the employees count in favour of
fairplay. Against this it is argued:
uch public undertakings rarely yield any
profits over a number of years; (2) that
inefficient, as the motive of self-interest
tition does not come into play; and (3)
tain amount of indirect corruption comes
hen the employees of a corporation exer-
te. Municipal Trading is not yet a live
India, but it may well become one in
ture, and it is not amiss that the ques-
be discussed and public opinion formed
nt.

(*To be continued.*)

alcutta

ention

[*artment of the Corporation.*]

he presence of Diphtheria germs in the
t causes the formation of a greyish
the germ multiplies in the membrane
same time throws off a powerful poison
which can cause death when absorbed
y in sufficient quantities and which is
ause of the symptoms of the disease.

of spread.—The spead of the disease
ed persons to a heathy person may
by direct contact or through sneezing,
spitting or even by speaking, when
plets are thrown out a distance of seve-
hich being germ-laden may lodge in the
others or be breathed in with impure
aving lodged on the hands, may be